CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • ধোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নির্বাচন
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 7 April 2019 ■ আগরতলা, ৭ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ২৩ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বহু সংখ্যক অনুগামী নিয়ে কংগ্রেসে যাচ্ছেন অনন্ত দেববর্মা

বড়সর ভাঙ্গনের মুখে আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনের মুহূর্তে গভীর সংকটে আইপিএফটি। বিজেপির এই শরিক দলে বড়সর ভাঙ্গন দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। কারণ, আইপিএফটির সহ সভাপতি অনন্ত দেববর্মা পদত্যাগ করেছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, অন্তত তিন হাজার সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেবেন। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যে আইপিএফটি মারাত্মক রাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়তে চলেছে বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

শনিবার আইপিএফটির সহ সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে দল ছেড়েছেন অনন্ত দেববর্মা। আইপিএফটি সভাপতির কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র তুলে দিয়েই অনন্ত দেববর্মা দলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, দলে কোন শৃঙ্খলা নেই। দলের বিধায়করা সুবিধাবাদী অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনে নামকাওয়াস্তে লড়াইয়ে নেমেছে আইপিএফটি। কারণ, আইপিএফটির শীর্ষ নেতৃত্বরা প্রচার বিমুখ হয়ে রয়েছেন।

অনন্ত দেববর্মার বিরুদ্ধে আর্থিক বৈভব বৃদ্ধির অভিযোগ তুলেছেন দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বরা। কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি বানানো এবং বহুমূল্যের বাড়ি ক্রয়ের অভিযোগ অনন্ত দেববর্মার বিরুদ্ধে উঠেছে। ধারণা করা হচ্ছে স্বদলীয়দের তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁকে দল ছাড়তে বাধ্য করেছে। সূত্রের খবর, জোট শরিক দলের নেতা হিসেবে বিভিন্ন ভাবে অনন্ত দেববর্মা আর্থিক সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন। তবে, একই অভিযোগ অনন্ত দেববর্মাও আইপিএফটির শীর্ষ নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে এনেছেন।

এদিন তিনি জানান, লোকসভা নির্বাচনে জোর কদমে প্রচার করার জন্য তিনি বারবার তাগিদ দেখালেও দায়সারা মনোভাব প্রদর্শন করেছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা। শুক্রবার আইপিএফটির বিধায়ক তথা ত্রিপুরা পশ্চিম আসনের প্রার্থী বৃষকেতু দেববর্মা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে অনন্ত দেববর্মাকে জানিয়েছেন। তাতে তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে সাংবাদিকদের বলেছেন। তাঁর কথায়, লোকসভা নির্বাচনে দুই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন প্রয়োজন ছিল না। আইপিএফটির শীর্ষ নেতৃত্বদের এই কথা তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, তাতে কোনও ফল হয়নি।

এদিন তিনি বলেন, আইপিএফটি দলে থেকে রাজ্যে জনজাতি অংশের মানুষের জন্য কাজ করা সম্ভব নয়। ক্ষমতার লোভে আইপিএফটির শীর্ষ নেতৃত্বরা জনজাতিদের স্বার্থ ভুলে গিয়েছেন। তাই তিনি দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসই একমাত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনগরে গব'র আক্রমণে মর্মান্তিক মৃত্যু হল বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ এপ্রিল।। বন্য গব এর আক্রমণে প্রাণ গেল এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ জেলার রাজনগর থানার অধীন দুর্গপুর গ্রামে। নিহতের নাম হরিপদ শীল। বয়স সত্তর। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিপদ শীল নিজ বাড়ির পাশেই একটি পুকুরে হাত পা ধুতে যায়। তখন কয়েকটি গব তাঁর উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। এই গবগুলি হরিপদ শীলকে মারাত্মকভাবে জখম করে। মাথা প্রায় থেতলে দেয়। তাঁর চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশী এগিয়ে গিয়ে গবগুলিকে তাড়িয়ে দেয় জঙ্গলের দিকে। তারপর তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় রাতেই আগরতলায় জি বি হাসপাতালে রেফার করা হয়। জি বি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি প্রাণ হারান। শনিবার মৃতদেহ গ্রামে নিয়ে যাওয়া হলে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মৃতার পরিবারের লোকজনের বক্তব্য এই গবগুলি জঙ্গলে খাদ্যের সংকটে ভুগছে। তাই এগুলি সমতলে বাড়ি ঘরে চলে আসে। ইতিপূর্বেও কয়েকজনকে আক্রমণ করে গুরুতরভাবে জখম করেছিল। বন দপ্তরের তরফ থেকে এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

নিখোঁজ ব্যক্তির ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার শান্তিরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তরগত শান্তিকলোনি এলাকার ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃস্টি হয়। ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৫ টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তরগত শান্তিকলোনি এলাকার বাসিন্দা সন্তোষ দেবনাথ (৫৫) এর মৃত দেহ শান্তির বাজার রেল সংলগ্ন এলাকায় গভীর জঙ্গলে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। জানা যায় সন্তোষ দেবনাথ বৃহস্পতিবার সকালবেলা থেকেই নিখোজ ছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে এইব্যাপারে শান্তির বাজার থানায় লিখিতভাবে জানানো হয়। এদিকে এলাকার লোকজন বিগত দু-দিন ধরে নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে খোজাখুজি করলেও নিখোঁজ ব্যক্তির কোন সন্ধান পায়নি। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় সন্তোষ দেবনাথের মৃতদেহ এলাকার লোকজনের নজরে আসে। সন্তোষ দেবনাথকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে এলাকার লোকজন বিষয়টি শান্তির বাজার থানার নজরে আনে। ঘটনার খবর পেয়ে শান্তির বাজার থানার কর্তব্যরত পুলিশ ঘটনাস্থলে যান। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত্যুর কারন জানতে চাইলে পরিবারের পক্ষথেকে জানানোহয় সন্তোষ দেবনাথ অনেকদিন যাবৎ রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছিলেন। পরিবারের লোকজনদের ধারনা রোগের জ্বালা সহ্য না করতে পেরে হয়তোবা তিনি এইপথ বেছে নিয়েছেন। অপরদিকে সন্তোষ দেবনাথের এই অস্বভাবিক মৃত্যুর পিছনে কি কারন তানিয়ে তীব্র গুঞ্জন চলছে এলাকাবাসির মনে। সকলের মনে একটাই প্রশ্ন এটি কি হত্যা না আত্মহত্যা ? এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ জানায় ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে জানা যায়। সন্তোষ দেবনাথের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।প্রসঙ্গত, রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুনের ঘটনাকেও পুলিশ পরিকল্পিত ভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা কিংবা আত্মহত্যা বলে নথিভুক্ত করছে।

কংগ্রেস মিরজাফর, নির্বাচন আসলে বারবার সিপিএমের কাছে বিক্রি হয়ে যায় ঃ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ এপ্রিল।। ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত কুর্তি কদমতলা ৫৪ নং বিধানসভা ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী রেবতী ত্রিপুরা প্রচারে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বিজয় সংকল্প সমাবেশ আয়োজন করা হয। ভারতীয় জনতা পার্টির বিজয় সংকল্প সমাবেশের ভোট প্রচারে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন টিআইডিসি চেয়ারপারসন টিংকু রায় সহ অন্যান্যরা। কদমতলা সুকল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই বিজয় সংকল্প সমাবেশের উপস্থিত ছিলেন নারী পুরুষ সকল অংশের মানুষ

টিআইডিসি চেয়ারপারসন টিংকু রায় উনার বক্তব্যে বলেন গত বিধানসভায় এই কেন্দ্রটি বিভিন্ন ছলনা করে সিপিআইএম দল জয় লাভ করে। কিন্তু এবার আমরা কথা দিচ্ছি এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে বেশি ভোট ভারতীয় জনতা পার্টি লোকসভা আসনের মনোনীত প্রার্থী ত্রিপুরা কে দেওয়া হবে । তিনি আরো বলেন এই লোকসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম দল কংগ্রেস আইডল আইপিএফটি দল যারা যারা এই এখানে মনোনয়ন পত্র দিয়েছে এই পূর্ব আসন লোকসভা কেন্দ্রে তাদের সবার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। অন্যদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন কংগ্রেস দল হল মীরজাফরের দল কারণ বারবার নির্বাচন আসলে তারা সিপিআইএম দলের কাছে বিক্রি হয়ে যেত। সিপিআইএম দল ২০ বছর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতারকদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে আর্জি প্রদ্যুতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন ,বিজেপি এবং আই পি এফ টি জোটকে ভোট দিয়ে কি লাভ হয়েছে ন তার পর আপনার মূল্যবান ভোট দিবেন ন রাজ্যের সহজ সরল মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ক্ষমতায় বসে একের পর এক প্রতারণা করছে ন গত লোক সভা নির্বাচনে একই ভাবে দেশ বাসীকে মোদী মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় বসে ৫ টি বছর প্রতারণা করেছেন ন প্রতারক দের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করুন ন এই আহব্বান রাখেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন ন শনিবার ন দশদা স্কুল মাঠে কংগ্রেসের নির্বাচনী জনসভায় তিনি আরও বলেন ,বিজেপি ক্ষমতায় থাকার জন্য মানুষের মধ্যে ধর্ম ,জাত ,বর্ন নিয়ে বিবেদ তৈরী করছে ন সতর্ক থাকতে হবে ন বিজেপি গুন্ডারা হুমকি দিবে , ভয় দেখাবে ,ন বিজেপির হুমকির কাছে মাথা নত করবেননা ন তিনি বলেন আই পি এফ টি নেতা এন সি দেববর্মা ,মেবার কুমার জমাতিয়া ক্ষমতা লোভী ন তা নাহলে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে কবেই বেরিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ আসছেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার তিনি উদয়পুরে জনসভায় অংশ নেবেন। জানা গেছে, উদয়পুরে ভগিনি নিবেদিতা স্কুল মাঠে দুপুর ১টা ২৫ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী পৌঁছবেন। মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্যালেস কম্পাউন্ড এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, সর্বস্ব ভষ্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। বড়সড় এক অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে রাজধানী আগরতলার প্যালেস কম্পাউন্ড এলাকার উত্তরাংশ। শনিবার বেলা ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ ভিআইপি রোডের পার্শবর্তী প্যালেস কম্পাউন্ড এলাকার একটি বাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয় এবং পথ চলতি মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খবর দেন অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রে। খবর পেয়ে আখাউড়া রোডে এলাকার সদর কেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন নিয়ে ছুটে আসেন অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা। তাঁরা এসেই আগুন

নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু আগুনের ভয়াবহতা দেখে আর তিনটি ইঞ্জিন নিয়ে আসেন দমকলের কর্মীরা। চারটি ইঞ্জিনের লাগাতার কসরতে এক ঘণ্টার বেশি সময় পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে যে বাড়িতে আগুন লেগেছিল, সেই অর্ঘ নাগের বাড়ি

মোদি ও অমিতকে দূর্যোধন ও দুঃশাসনের সঙ্গে তুলনা করলেন সীতারাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদীকে মহাভারতের দুর্যোধন এবং দুঃশাসনের সঙ্গে তুলনা করলেন সিপিএম'এর সাধারন সম্পাদক সিতারাম ইয়েচুরি। শনিবার রবীন্দ্র ভবনের সামনে সিপিএম'এর পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্তের সমর্থনে বক্তব্য রাখছিলেন তিনি। সিতারাম ইয়েচুরি বলেন, মহাভারতের কৌরবেরা সব সময় বলতেন তারা সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তাদের হারানো যাবে না। এই প্রসঙ্গ টেনে সীতারাম এদিন বলেন এদেশেও একটি দল আছে যারা সবসময় চিৎকার করছে সবচেয়ে বড় দল বলে এবং তারা দাবি করছে তাদের হারানো যাবে না। সিতারাম বলেন, মহাভারতের কৌরবদের একশ জনের মধ্যে দুজনের নাম সবাই জানেন। তারা হলেন দুর্যোধন এবং দুঃশাসন। তেমনি ভারতের সবচেয়ে বড় দল বলে যারা দাবি করেন তাদের মধ্যে দুজনের নামই সবাই জানেন নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ। তারা হলেন দুর্যোধন এবং দুঃশাসন। সিতারাম বলেন তারাও এবার হারবে কারনে দেশের মানুষ সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন তাদের হারানোর জন্য। সেই সঙ্গে আরএসএস'কে শকুনি মামা বলেও কটাক্ষ করেন সীতারাম।এদিন নির্বাচনী সমাবেশ থেকে সীতারাম পুরো আক্রমন হানলেন বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নিয়ে তেমন আক্রমণ ছিলনা তার গলাতে।

আগরতলায় জনসভায় বক্তব্য রাখেন সীতারাম ইয়েচুরি। ছবি নিজস্ব।

শুধু বক্তব্যের মাঝখানে কেরালা থেকে রাহুল গান্ধির প্রার্থী হওয়াকে নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। বলেন বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করলে অন্য কোন আসন থেকে লড়তে পারতেন।

এদিকে, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প শক্তির ওপর গুরুত্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংসদের সম্পত্তির হিসাব নিয়ে সরগরম রাজনীতির মঞ্চ

বড় ভাইয়ের সম্পত্তি আমি পেয়েছি ঃ শংকর প্রসাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। বড় ভাই প্রয়াত আইনজীবী সুজিত দত্তের সম্পত্তি আমি পেয়েছি। সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্তের সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিক্রিয়ায় এই দাবি করেছেন তিনি। শংকর প্রসাদ দত্ত জানান, তাঁর বড় ভাই প্রয়াত আইনজীবী সুজিত দত্ত আইন ব্যবসায় ভাল উপার্জন করেছিলেন। ২০১৭ সালের এপ্রিলে তিনি প্রয়াত হন। তাঁর স্ত্রী আগেই প্রয়াত হয়েছিলেন। এবং তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তাই হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯৫৬ অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রয়াত সুজিত দত্তের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত ও তাঁর বোনেরা। তিনি দাবি করেন বোনেরা নিজেদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থাকাতে আইনসঙ্গত ভাবে প্রয়াত বড় ভাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে দান করেন। তিনি আরও জানান, নিজস্ব উপার্জন আয়কর দেওয়ার মত না হওয়াতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয় আয়কর কাটার আওতায় না আসায় আইনসঙ্গতভাবে টিডিএস ফিরিয়ে দিয়েছে। তাঁর দাবি, বড় ভাইয়ের সম্পত্তির জন্যই সম্পদ বেড়েছে।

সাংসদ শংকর প্রসাদকে সম্পত্তির ইডি তদন্ত চাইল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্তের সম্পত্তির ইডি তদন্ত চাইল বিজেপি। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য বলেন, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের সময় শংকর প্রসাদ দত্তের সম্পত্তি ছিল ৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮০০ টাকা। কিন্তু, ২০১৪-১৮ পর্যন্ত তাঁর সম্পত্তির হিসাব সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। নবেন্দুবাবু জানান, সাংসদ ভাতা এক টাকাও খরচ না করলে পাঁচ বছরে সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্তের আয় হবে ২৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৮০ টাকা। কিন্তু, দেখা গিয়েছে, ২০১৭ সালের জুনে এসবিআইতে ২ দফায় আট লক্ষ টাকা জমা দিয়েছেন শংকরবাবু। তার পরের বছর ইউকো ব্যাঙ্কে ১২ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছেন তিনি। নবেন্দুবাবু আরও জানান, ২০১৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ক্রমাগত নিজের স্ত্রীর নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়েছেন শংকর প্রসাদ দত্ত। নির্বাচন কমিশনে সম্পত্তির হিসেব দিতে গিয়ে শংকরবাবুর দেওয়া তথ্যে জানা গিয়েছে, তাঁর স্ত্রীর নামে রয়েছে ৭১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা এবং মেয়ের নামে রয়েছে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সর্বমোট তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃত বৃদ্ধার নাম হল খাইরুন বিবি। জানা গেছে, শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ধর্মনগরের ভাগ্যপুরের আরাম বাজারে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে বৃদ্ধার পরিবারে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন খাইরুন বিবি নামে এক বৃদ্ধা। তখন আচমকা একটি বাইক দ্রুত গতিতে এসে খাইরুন বিবিকে ধাক্কা মারে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা মাটিতে পরে যায়। পরে বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে হাসপাতালের চিকিৎসক বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। ঘটনায় আহত দুই বাইক আরোহী ধর্মনগর হাসপাপাতালে চিকিৎসা চলছে। পুলিশ দুর্ঘটনার একটি মামলা নিয়েছে।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ১৭৮ ◘ ৭ এপ্রিল ২০১৯ ইং◘ ২৩ চৈত্র ◘ রবিবার ◘১৪২৫ বঙ্গাব্দ

ভাঙ্গনের মুখে আইপিএফটি

কথায় আছে 'অতি বাড় বেড় না ঝড়ে পড়ে যাবে'। এ রাজ্যে উপজাতি ভিত্তিক দল আইপিএফটি যেন সাতের পাঁচ দেখিতেছিল। রাজনীতিতে যে সহনশীলতা সব চাইতে বেশী জরুরী তাহার লেশ মাত্র এই দলে আছে কিনা সন্দেহ। এই সহনশীলতার কিছুটা ফায়দা বিজেপি নিতে পারিয়াছে বিধানসভা নির্বাচনের আগে। সিপিএম দলকে তরজা করিতে এই দল ছিল সিদ্ধহস্ত। বিধানসভা নির্বাচনের আগে পৃথক তিপ্রাল্যান্ডের দাবীতে রেল ও জাতীয় সড়ক অবরোধ, তখন বাম সরকার প্ররোচনার ফাঁদে পা দেয় নাই। ঝড়ের গতিতে আসা কোনও দল ঝড়ের গতিতে মিলাইয়া যায়। অতীত ঘটনা তো ইহাই প্রমাণ করিতেছে। পৃথক রাজ্যের দাবীদার আইপিএফটির সঙ্গে জোট করিয়া বিজেপি অনেক বেশী অস্বস্তিকর অবস্থায় কাটাইয়াছে বা এখনও কাটাইতেছে। এই উপজাতি ভিত্তিক দলে শৃঙ্খলার সামান্যও আছে বলে এমন বলিবার সুযোগ নাই। কথায় কথায় আন্দোলনে পথ অবরোধে নামিয়া যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর। সরকারে থাকিয়া সরকারের বিরুদ্ধেই সিংহ গর্জন গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় রাজনীতিতে অনেক বেশী বেমানান। তাহার ফলশ্রুতিতে একটি শৃঙ্খলাহীন দল বেশী দিন স্থায়ী হয় না। হয়ত আইপিএফটি এই ইতিহাসই রচনা করিতে চলিয়াছে।

পৃথক রাজ্যের দাবীদার আইপিএফটির ভাঙ্গনের প্রস্তুতি চলিতেছে অনেক আগেই। চোরাস্রোত বহিতেছিল। তাহাই বিস্ফোরিত হইতে চলিয়াছে। দলের সহ সভাপতি অনন্ত দেববর্মা বহু সংখ্যক অনুগামী নিয়া কংগ্রেসে যোগ দিতে চলিয়াছেন। তিনি প্রচার মাধ্যমে মুখও খুলিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। দলের সহ সভাপতির দলত্যাগের ঘটনা ভোটের মুখে জোর প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। ইতিপূর্বে এই দলের কয়েকজন মহিলা নেত্রীও দল ছাড়িয়া কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। এইভাবেই পৃথক তিপ্রাল্যান্ডের দাবীদার দলটি ক্ষয়িষ্ণু পথেরই দিশারী হইয়াছে বলা যাইতে পারে। আসলে, কোনও নীতি আদর্শ ও লক্ষ্য সামনে না থাকিলে দল দিকভ্রষ্ট হয়। বিজেপির ছোট শরিকের শ্লোগান তো ছিল একটাই পৃথক রাজ্য। এই দাবী যে অবাস্তব ও অসম্ভব কোনও সরকারই সমর্থন করিতে বা পূরণ করিতে পারিবে না তাহা এই মুহুর্তে উপজাতি যুবকরা বুঝিতে পারিয়াছে। ফলে তাহারা এখন দলের অনুশাসনের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। দলের সাধারণ কর্মীদের উপর শীর্ষ নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি কতখানি আছে তাহাই আজ বড় প্রশ্ন।

বিজেপি গত বিধানসভা নির্বাচনে আইপিএফটি দলকে ব্যবহার করিয়াছে। সরকারে নিতেও বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু, এজন্য প্রতিনিয়ত সরকারকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। রাজনীতিগত ভাবে গেরুয়া দল নিশ্চয়ই চাহিবে না ছোট শরিক দলের শক্তি বৃদ্ধি বরং এই দল ভাঙ্গিয়া গেলে, শক্তিহীন হইলে এই মুহুর্তে সবচাইতে বেশী লাভ গেরুয়া দলের। বিজেপির অনুনয় বিনয়কে সামান্যও মর্যাদা দিল ছোট শরিক দল। দুইটি আসনেই প্রার্থী দিয়া বিজেপিকে রাজনৈতিক ভাবে বিব্রত করিয়াছে ছোট শরিক। এই অবস্থায় ছোট শরিক দল নিজেরাই যদি দল ত্যাগের মাধ্যমে নিশ্চিহ্নের পথ ধরে তাহা হইলে বিজেপির অখুশী হইবার কথা নহে। এই ত্রিপুরায় বহু উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দলের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার সিংহভাগই অতীতের গর্ভে ঠাঁই নিয়াছে। উপজাতি ভিত্তিক দলের স্থায়ীত্ব বেশী দিনের হয় না। গত এক দশকে অনেক উপজাতি ভিত্তিক দলের জন্ম হইয়াছিল তাহাদের বেশীর ভাগই তলাইয়া গিয়াছে। আসলে, এই ত্রিপুরায় উপজাতি দল একক ভাবে ক্ষমতার আসনে বসিতে পারিবে না। কোনও না কোনও জাতীয় দলের সঙ্গে জোট না করিলে ক্ষমতার স্বপ্ন দেখার সুযোগ থাকিবে না। পৃথক তিপ্রাল্যান্ডের দাবী তুলিয়া আইপিএফটি দলের শক্তি বাড়াইয়াছে। কিন্তু, যখন কর্মীরা বুঝিতে পারিল অবাস্তব তখন দাবী পূরণ হইবার নয় তখন উপজাতিরাও দলের উপর হইতে মুখ ঘুরাইয়া নিতে বাধ্য হইবে। নেতারা বুঝিতে পারিয়াই তাহারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিতেছে। আইপিএফটির সহ সভাপতি অনন্ত দেববর্মার কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার খবরে জোর প্রতিক্রিয়া হইবার কথা। মাথায় বাজ পরিবার অবস্থা দলের সভাপতি এনসি দেববর্মার। রাজনীতির নামে উশৃঙ্খলতা দলের ভাবমূর্তিকে মাটিতে মিশাইয়া দেয়। পৃথক রাজ্যের দাবীদাররা এইভাবে এত তাড়াতাড়ি ধরাশয়ী হইবে তাহা ভাবা যায় নাই।

শ্রীরামপুরে লোকো ইঞ্জিনের সঙ্গে শেওড়াফুলি লোকালের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৮

হুগলী, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। শ্রীরামপুরে লোকো ইঞ্জিনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ শেওড়াফুলি লোকালের। শনিবারের এই ঘটনায় লোকো ইঞ্জিনের চালক সহ আটজন আহত হলেও বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল শেওড়াফুলি লোকাল ঊ সিগন্যাল বিভ্রাটের জেরেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনার ফলে বাতিল হয় বহু ট্রেন । ও ব্যাহত হল ট্রেন চলাচল।

বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল শেওড়াফুলি লোকাল । শনিবারের শ্রীরামপুর স্টেশনের কাছেই লোকো ইঞ্জিনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হল শেওড়াফুলি লোকালের । এদিন বিকেল ৪ টে ২০ মিনিট নাগাদ আচমকাই এই ঘটনায় রিপেয়ারিং ট্রেনের সামনের দিকে দুমরে মুচড়ে যায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হন রিপেয়ারিং ট্রেনের ড্রাইভার সহ মোট আটজন ।আহতদের স্থানীয়রাই শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠানো হয় ।এদের মধ্যে পাঁচজনের আবস্থা আশঙ্কাজনক ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আপ তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে তখন আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার যাবার কথা ছিল। সেই জন্য ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আপ শেওড়াফুলি লোকাল দেওয়া হয় ।রিষড়া হয়ে শ্রীরামপুর স্টেশনে ট্রেনটি ঢোকার সময় শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে বের হয়ে রিষড়ার দিকে এক নম্বর লাইন থেকে একটি রিপেয়ারিং ট্রেনের ইঞ্জিন এক নম্বর থেকে দুই নম্বর লাইনে যাচ্ছিল। এদিকে আচমকাই এই ট্রেন টিকে দুর থেকে দেখতে পেয়ে শেওড়াফুলি ড্রাইভার চলন্ত গাড়িরটির কোন মতে ব্রেক কষেন ।দ্রুত গতিতে থাকা লোকাল এই ট্রেনটি ধীরে ধীরে সজোরে এসে রিপেয়ারিং ট্রেনে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন রিপেয়ারিং ট্রেনের ড্রাইভার সহ মোট আটজন। আহতরা হলেন রাজ কুমার সিং(৪৪), সুশীল দাস(৫৬), ধনঞ্জয় সরকার(৫৭), শংকর মাহাতো(৫২), চন্দন গোলক চন্দ্র সাও(৪৫), সদানন্দ সিং(৪৮), গৌতম দাস (৪৯) ও বিবেক কুমার সাউ। এদের মধ্যে দুই জন লোকাল ট্রেনটির যাত্রী রয়েছে। আশংকাজনক পাঁচজনকে রাতের দিকে শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার পর প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেন সিগন্যালের গলদের ফলেই ঘটে দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই আরপিএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। রাতের দিকে রেলের অনাধিকেরা ঘটনাস্থলে যান এবং দুর্ঘটনা গ্রস্ত ট্রেন দুটিকে লাইন থেকে সরাবার ব্যাবস্থা করছে।

ঘটনার পর থেকে ডাউনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হলেও বর্তমানে আপ লাইন থেকে ডাউন ও আপের ট্রেন গুলিকে ধীর গতিতে চালানো হচ্ছে। দিনের ব্যাস্ত সময়ে এই ঘটনা ঘটায় চরম ভোগান্তির মধ্যে পরে যায় হাওড়া বর্ধমান মেন শাখার নিত্য যাত্রীরা। রেলেল এক কর্তা জানিয়েছে গোটা ঘটনার তদন্ত করবে রেল। গাফিলতি থাকলে শাস্তির ব্যাবস্থা করা হবে।

এদিকে খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌছান শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রর তৃণমুল প্রার্থী কল্যাণ বন্ধোপাধ্যায়। আতদের দেখে তিনি বলেন এই ধরনের বড় দুর্ঘটনা জন্য রেল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ দায়ী ।সিগনাল গলদের জন্য এই অবস্থা। যেখানে দেশে সামান্য লোকাল ট্রেন ঠিকমতো চালাতে পারে না ।সে আবার এখানে বুলেট ট্রেনের স্বপ্ন দেখে কি করে। অবিলম্বে রেল মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন কল্যাণবাবু।

সব ভাষাতেই আছে বহুরূপী শব্দ

পলাশ বরন পাল

রবীন্দ্রানাথের 'হিং টিং ছট' কবিতায় আছে, বহুচন্দ্র রাজা কী সব গোলমেলে স্বপ্ন দেখেছেন, তার মানে বোঝানোর দায় পড়েছে সবার ওপর। এক পণ্ডিত স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে ঠোঁটকাটার মতো বলে ফেললেন।

অর্থ চাই, রাজকোষে আছে ভুরি ভুরি,
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা খুঁড়ি,

অর্থ' শব্দের দু'টি অর্থ। এদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কথার খেলা খেলছেন এখানে, তাকে বলে যমক অলঙ্কার। এরকম আরও অনেক শব্দ আছে, যাদের দু'টো অর্থ। এমন শব্দও আছে যার অর্থের সংখ্যা তার চেয়েও বেশি। এ শুধু বাংলা ভাষার কথা নয়, অনেক ভাষাতেই এরকম শব্দ আছে, হয়তো সব ভাষাতেই আছে।

যে দু'টি 'অর্থ' নিয়ে খেলা করা হয়েছে সে দু'টিই বিশেষ্য। এমনও হতে পারে যে, একই উচ্চারণের বিশেষ্য। এমনও হতে পারে যে, একই উচ্চারণের বিশেষ্যও বোজাতে পারে আবার ক্রিয়াও বেঝাতে পারে। এর একটি সহজ উদাহরণ হল ইংরিজির । বিশেষ্য হিসাবে এর অর্থ 'নদীর পাড়' অথবা 'টাকাপয়সা জমা রাখার প্রতিষ্ঠান'। আবার এই একই শব্দের অর্থ হল 'ভরসা করা', সেটি একটি ক্রিয়া। বাংলায় একটা উদাহরণ চট করে মনে আসছে, সেটা হল 'চড়া'—'ট্রেনে চড়া' অর্থে ক্রিয়া, 'নদীর চড়া' বললে বিশেষ্য। এ শব্দটি বিশেষণও হয়, যেমন 'চড়া মেজাজ'। বহুরূপী শব্দ।

আর যদি বলি 'চড়ানো' ? সেটারও দু'টো অর্থ। একটা অর্থ আগের 'চড়া' ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত। নিজে না চড়ে যদি অন্য কারও চড়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, তাহলে ব্যবহার করতে হয় 'চড়ানো' ক্রিয়া,যেমন—'কার্যত ওকে গাছে চড়িয়ে মই কেড়ে নেওয়া হল'। এটি হল 'চড়া' থেকে তৈরি প্রযোজক ক্রিয়া। আর যদি কারও গালে চড় মারার কথা হয় এবং 'চড়' থেকে ক্রিয়াপদ তৈরি করে কেউ বলে 'চড়িয়ে তোমার দাঁত ফেলে দেব হে, সেখানেও 'চড়ানো'ক্রিয়া, অন্য অর্থে।

এ তো আচ্ছা আপদ! দু-দু'টো আলাদা কাজ, তাদের অর্থের কোনও সম্পর্কও নেই, অথচ দু'টো একই শব্দ। বোঝা যাবে কী করে? কাউকে 'গাছের ডালে ছড়ানো হয়েছে' বললে কেউ তা এমন ভেবে বসতেই পারে যে তাকে গাছের ডালে বসিয়ে চন মারা হয়েছে তার গালে! তাহলে কী হবে?

উত্তর হচ্ছে--- হবে হয়তো গোলযোগ দু'এক জায়গায়, কিন্তু আগে-পিছে অন্য কী কথা আছে তা থেকে মোটের ওপর 'অর্থ' বুঝে নিতে হবে,ঠিক যেমন এক বিশেষ্যর দু'টি 'মানে' বুঝতে হচ্ছে আগে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন দু'টিতে। কোথাও হয়তো একাধিক অর্থ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করা হবে, ইচ্ছে করেই। একে সমস্যা বলবেন তো সমস্যা, মজা বলবেন তো মজা। যা-ই বলেন, সে অভিজ্ঞতা প্রায়শই হবে, কেননা বাংলায় এরকম বহুরূপী ক্রিয়ার সংখ্যা খুব কম নয়। এই যেমন, ধরা যাক, 'পড়া' ক্রিয়াটিকে। 'তোমার চিঠি পনে মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলাম' আর 'গাছ থেকে পড়ে হাতে বড় ব্যথা পেয়েছিলাম'— দু'টো বাক্যে একই ক্রিযা মনে হবে দেখে , কিন্তু আলাদা অর্থ। প্রথম 'পড়া' মানে বলতে হল, কেননা দু'টো 'পড়া'-ই নিজের নিজের অর্থে সবচেয়ে সহজ শব্দ, ওর চেয়ে সোজা আর হয না। আর একটা নমুনা দেখা যাত। 'হারানো'। একটা অর্থ 'পরাজিত কার', যেমন 'আমার বরুমালটা হারিয়েছে গতকাল'। দ্বিতীয়

বাক্যটির অর্থাৎ রুমাল-সংক্রান্ত বাক্যটির ইংরিজি করতে গেলে যে ক্রিয়া ব্যবহার করতে হয় তা হল । আবার প্রথম বাক্যটি যদি ঘুরিয়ে বলা যায় 'অস্ট্রেলিয়া হেরেছে ভারতের কাছে,' 'কামানো ক্রিয়াটা 'দাড়ি কামানো'-র প্রসঙ্গে ব্যবহার হতে পারে, আবার 'পয়সা কামানো' বোঝাতেও ব্যবহার হতে পারে। 'খাটানো'---একদিকে 'তাঁবু খাটানো', অন্যদিকে 'লোক খাটানো'। আর একটা জববর উদাহরণ হল 'চাওয়া'—এর একটা মানে 'তাকানো', আর একটা জব্বর উদাহরণ হল 'চাওয়া'—এর একটা মানে 'তাকানো', অন্য মানে 'কামনা করা'। দু'টি অর্থ নিয়ে খেলার নমুনা আছে সাহিত্যে,যেমন অতুলপ্রসাদ সেনের লেখা একটি

অগনের শুরুর কয়েকটি লাইনে—

যখন তুমি গাওয়াও গান তখন
আমি গাই।
গানটি যখন হয় সমাপন
তোমারপ পানে চাই।
আরো কি মোর গাইতে হবে
নয়নজলে নাইতে হবে
আরো কি মোর চাইতে হবে দিলে
না যা তাই।

দ্বিতীয় লাইনে 'চাই' মানে
'তাকাই',
অন্তরায় যেকানে 'চাইতে হবে'
সেখানে অন্য অর্থ।

বাংলা ভাষার সমস্ত ক্রিয়ার তালিকা তৈরি করেছিলেন একজন অগ্রগণ্য ভাষাবিজ্ঞানী, বাংলা ভাষাচর্চার অনেক ব্যাপারেই যিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১৯০১ বা ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে) সেই তালিকা পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' -এর উদ্যোগে। কয়েকশো ক্রিয়া আছে সেই তালিকায় । সবগুলোর অর্থ দেওয়া নেি, পাঠক বুঝে নেবেন সেই ভরসায়। গুটিকয়েক ক্রিযার পাশে অর্থ লেখা আছে। দেখতে গেলাম, কোন কোন ক্রিয়ার দু'টি অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে সেখানে। একটি হল 'আঁচনো'---উনুনে আঁচ দেওয়া অর্থে, আর খাওয়ার পরে মুখ ধোওয়া অর্থে। দেখেই মনে হল, 'ইস, এটা আমারও মনে পড়া উচিত ছিল'। না পড়ার কারণ, উনুনে আঁচ ধেওয়াটা যে পরিমাণ পরিশ্রমসাধ্য কাজ ছিলে সেই ১৩০৮ বঙ্গাব্দে বা এমনকী পঞ্চাশ বছর আগে আমার ছোটবেলাতেও, এখন গ্যাসের উনুন হয়ে সেসব সুদূর স্মৃতি হয়ে গিয়েছে, তাই ওই অর্থটি চট করে মনে পড়ে না। আজকাল ফ্যাশনের রেস্তোরাঁয় গেলে দেখি, দ্বিতীয় অর্থটিও তাঁরা জলাঞ্জলি দেওয়ার উপক্রম করছেন, বাটিভর্তি সাবানজলে আঙুল ডুবিয়ে কেবল ঠোঁট মুছে নেওয়ার ব্যব্যস্থা। দেখে খারাপ লাগে।

উল্লিখিত তালিকায় আর একটি ক্রিযার দু'টি অর্থ আছে, সেটি হল 'গাবানো'। মানে লেখা আছে---'স্পর্ধা প্রচারে করা, পুষ্করিণীর জল নষ্ট করা'। ছোটবেলায় পড়া একটা কবিতা মনে পড়ছে যার প্রথম দু'টি লাইন—

ছোটো যে হায় অনেক সময
বড়োর দাবীয়ে চলে,
রেখা টেনে ছোটোর গতি, বনো
যে জল গাবিয়ে চলে।

সম্ভবত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের লেখা, উদ্ধৃতিতে কিছু ভুল হলে ক্ষমা করবেন। 'গাবানো' ক্রিয়ার সঙ্গে এই আমার একমাত্র মোলাকাত, আর কোথাও পড়িওনি, শুনিওনি। লাইন দু'টি দেখে মনে হচ্ছে, নির্দেশিত দু'টি অর্থের প্রথমটি এখানে প্রযোজ্য।

যেসব ক্রিয়া থেকে প্রযোজক ক্রিয়া বানানো যায়, সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজক ক্রিয়াটি আলাদা করে দেওয়া হয়নি তালিকায়। অর্থাৎ 'পড়া' আছে কিন্তু 'থামানো' নেই। কিন্তু 'গড়া' আর 'গড়ানো' দু'টোই দেওয়া আছে, তার কারণ 'গড়ানো'-র দু'টি অর্থ। একটা 'গড়া' থেকে প্রযোজক ক্রিয়া, যেমন 'এই হারটা এবার গড়লাম'। অন্যটার প্রয়োজন—'বিছানায় একটু গড়িয়ে নিই'। 'ফলা' আছে, যেমন 'গাছে আম ফলেছে,' তাই 'ফলানো' নেই। 'বিদ্যো ফলানো' বলতে গেলে এই ক্রিয়ারও যে দ্বিতীয় একটি অর্থ প্রকাশ পায় সে কথাটা ফসকে গিয়েছিল, এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়ল।

আরও একটা অন্তত বলতে পারি, তবে সেটা সকলে স্বীকার করবেন কিনা জানি না । 'ফোটা'। 'ফুল ফোটে, তাই বল, আমি ভাবি পটকা'—এই অর্থ নিয়ে কোনও তর্ক নেই। অন্য অর্থটি মুখের কথায় যেভাবে ব্যবহৃত হয় তাতে সেটাকে অপভাষা বা অশিষ্ট ভাষা বলে কেউ যদি অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাকতে চান রাখুন। কিন্তু ব্যবহার যে আছে সেটা অস্বীকার করতে পারবেন না, জোরজার করলে হয়তো চটে গিয়ে বলেই ফেলবেন, 'আপনি ফুটুন তো মশাই, আজেবাজে বকছেন কেবল।'

ফুটব তো বটেই, কিন্তু তার আগে আরও দু'-একটা কথা বলার আছে যে! প্রথম কথাটা হল, হালের বাংলার দিকে তাকালে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে আরও এরকম বরুরূপী ক্রিয়া তৈরি হবে, দু'টো ভিন্নার্থক ক্রিয়া মিশে গিয়ে। এখনই বেশ দেখা যায় 'পড়া' এবং 'পরা' গুলিয়ে ফেলার নমুনা । শুধু পোস্টারে-ফেস্টুনে বা বাস-রিকশার পিচনে লেখা জ্ঞানবাণীতে নয়, সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রেও এই গোলযোগ অহরহ ঘটছে। নমুনা দেখাব না, একটু চোখ-কান খোলা রাখলে সহজেই দেখতে পাবেন যে কেউ । গান গাওয়ার সময়ে যে পরিমাণ শিল্পী 'তুমি ডুবে নীড়বে' জাতীয় উচ্চারণ করছেন না শুনেও বুঝতে পারবেন, এখনকার বাংলায় 'র' এবং 'ড়' এই দু'টি ধ্বনির মধ্যে প্রভেদটা অনেকের উচাচরণে লোপ পাচ্ছে। এরপরে হয়েতো 'পারা'-র তফাত লুপ্তত হবে, লেখকেরা 'চরা' আর 'চড়া' গুলিয়ে ফেলবেন বানানে, তারপর 'চরানো' এবং 'চড়ানো'। বরাবর শুনেছি 'গল্পের গরু গাছে চড়ে', ক্রমশ হয়তো দখব 'গল্পের গরু গাছে চরে'। একই ক্রিয়ার দু'রকম অর্থ হয় তার নমুনা দেখানোর জন্য কয়েক দশক পরে কেউ যদি লিখতে বসেন, তিনি হয়তো এইসব ক্রিয়ার কথাও উল্লেখ করবেন। দ্বিতীয় যে কথাটি বলার আছে তা এই আগের কথাটার খানিকটা উল্টো। বাংলায় যৌগিক ক্রিয়া খুবই ব্যবহার হয়, এবং ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। যৌগিক ক্রিয়া মানে,যে ক্রিয়ার জন্য অন্তত দু'টি শব্দ খরচা করতে হয়---যেমন রাঁধা'-র জায়গায় 'রান্না করা', 'নাওয়া'-র জায়গায় 'চান করা'। খেলা এক গল আরেক দলকে 'হারিয়ে দিয়েছে'। শুধু বলতে পারি বললেই যথেষ্ট নয়, প্রায়শই সেভাবেই বলি। আর মানে এখানে যৌগিক ক্রিয়াটি হল 'হারিয়ে দেওয়া'।

কিন্তু রুমালের খোঁজ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে বলি 'রুমালটা হারিয়ে গিয়েছে'---অর্থাৎ এখানে যৌগিক ক্রিয়া 'রাহিয়ে যাওয়া'। তেমনই, 'পড়ে ফেলা' এই যৌগিক ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয় শুধু 'পাঠ করা' অর্থে 'পড়া' বোঝাতে, 'পতিত হওয়া' অর্থে যৌগিক ক্রিয়া 'পড়ে যাওয়া'। তার মানে, যে দু'টো ক্রিয়া হয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য জন্মে গিয়েছে।

অর্থের পার্থক্য তো ছিলই, সে কথা হচ্ছে না। চেহারাতেও পার্থক্য হয়েছে।

শেষ কথাটা, বলতে পারনে, পাদটীকা। বিপুল পরিশ্রম করে শত শত ক্রিযাপদের তালিকা যে ভাষাবিজ্ঞানী বানিয়েছিলেন, তাঁর নামটা বলাটা আমার কর্তব্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে তিনি ভাষাবিদ্যাচর্চার সূত্রর পাত করেছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গনে তুলেছিলেন ভাষাচর্চার একটি বিরাট গোষ্ঠী। 'ভাষাচর্চা' মানে যে ভাষার 'সাহিত্যচর্চা' নয়, বাষার কালক্রমিক পরিবর্তনের নমুনা দাখিল করা শুধু নয়---ভাষার যে একটা বিজ্ঞান আছে, ভাষার যুক্তিপরস্পরাও যে অধ্যায়ন করার বিষয়, সে কথা তাঁর আগে সারা পৃথিবীতেই খুব একটা কেউ বলেননি।

বাংলা ভাষাবিদ্যা-সংক্রান্ত একটি সংকলনের ভূমিকা লিখতে গিয়ে হুমায়ুন আজাদ এক বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী বলেছিলেন। তিনি সাহিত্যও রচনা করেছিলেন প্রচুর, কিন্তু সেসব না করলেও শুধু ভাষাবিদ হিসাবেই স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেন। আশা করি, এত ভনিতার পরে বুঝতে পারছেন, কার কথা বলছি। আজ্ঞে হ্যাঁ, যাঁর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করেছিলাম এই লেখা, সেই ব্যক্তিই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ক্রিয়াপদের তালিকাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর 'শব্দগত' বইয়ে।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

র‍্যাঁদা হাতে বয়স্ক শ্রমিকের পোর্ট্রেট

ভুভময় মিত্র

এ কথায় এলাম? যাচ্ছি কোথায়? নড়াচড়া করার উপায় নেই বিশেষ, আচমকা ঝাঁকুনিতে কোমরে ব্যথা হতে হতে অবশ হয়ে গিয়েছে। চোখের সামনে অন্ধকার সূর্যের মতো মাথাভরা ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায উড়ছে। পিছনে ধুলোর চাদর, এটা আন্দাজ করছি। ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। অসতর্ক হলে বাইক থেকে পনে যেতে পারি। ভয়ানক এবড়োখেবড়ো রাস্তা। ডাইনে-বাঁয়ে একই দৃশ্য। একটাই লাইন। ওপরে আকাশ, নীচে জমি। প্রায় একই রং, দু'রকম ধূসর। গাছ তো দূরের কথা, একটা ঘাসও চোখে পড়ছে না। মরা রোদের প্যাকাসে হলুদ সেনসেশন। 'আর কতটা?' ---এই কথাটা কয়েকবার জিগ্যোস করে থেমে গিয়েছে। কারণ ফটফট আওয়াজে সেটা চালকের কানে না পৌঁছে পিচনের উনে যাওয়া দুলোতে হারিয়ে গিয়েছে বারবার। 'উই দ্যাখ' শুনে চোখ পরিষ্কার করে দূরে তাকালাম--- দিগন্তরেখায় মানুষের সারি চলেছে আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সেদিকেই। 'নাম এবার, আর বাইক যাবে না'। এতক্ষণে সামনে কী আছে দেখা গেল। ধুলোর পর্দায় অস্পষ্ট হলেও নিশ্চিতভাবে দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট পাহাড়কে। নানারকম শরীরের বাদামি পাথর। মরা সবুজ ঝোপঝাড়। খুবই অনিচ্ছা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক-আধটা গাছও। শেষ একঘণ্টায় শরীর থেকে চলে যাওয়া সমস্ত অনুভূতিগুলো এবার ফিরবে নিশ্চই। এখন কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। হয়তো নেই, তাই। তবে রং দেখা দিচ্ছে।

একটু এগোতে হাওয়ায় ধুলোর আস্তরণটা ফিকে হল। পাহাড়টা খয়েরি সবুজে ছোপানো, অনেকটাই স্পষ্ট এখন। বহু দূর থেকে কেটা গুমগুম শব্দও শোনা যাচ্ছে। আর আশ্চর্য ব্যাপার। পাহানের গায়ে বিন্দু বিন্দু রং বিনবিন করছে। প্রায় রংহীন এক ক্লান্ত দুনিয়া থেকে এবারান্য জগতের দিকে এগোচ্ছি টলমল করে। ব্যথা বুলে গিয়েছি। পিরে আসছে চেতনা। কিদেও পাচ্ছে। 'খাব তো, মেলাতে কিছু পাব তো?' এখন নিশ্চতবাবে বুজতে পারছি যে, পাহাড়ের খাঁজে-ভাঁজে প্রচুর মানুষ, সবাই ওপরে উঠছে। আমরাও উঠব নিশ্চয়ই। 'পুরুলিয়ায় এসে সবাই ছৌ ছৌ করে। টুসু-বাদু নিয়ে লাফায়। এটার খবর রাখে না'। আমরা সাবধানে উঠছি। লোকজনও উঠছে। চারপাশে বিজাতীয় ভাষা। চড়া রঙের শাড়ি-কাপড়। 'মেলাটা কোথায়?' উত্তর এল---'উই উপরে উঠে তারপর ওপারে।' ড্রোন ক্যামেরা যেমন আচমকা আকাশে উঠে যায়, গেলেই ধরা পড়ে সমস্ত কিছু---একই ঘটনা ঘটল আমার ক্ষেত্রেও---নীটে থেকে বুজথে পারিনি। ওপরে উঠেই দেখি, এক ময়দান গিজগিজ করছে দেহাতি মানুষ। দোকানপাট। খোলা আকাশের নীচে। ঝলসে যাচ্ছে চোখ। রঙের স্রোতে। নিজের পিকে খাকি ট্রাইজার, ছাইরঙা জামা, ধুলোর তারও একই টোন। কলাপ ভাল, নিজের মুখে দেখতে পাচ্ছি না। রাশি রাশি আয়না বিক্রি হচ্ছে ডাঁই করে, তারাও ঝলসে দিচ্ছে উৎসাহী পরখকারীকে। সবকিছুই মাটিতে ফেলা অথবা দড়িতে ঝোলানো। মাল্টি কালারড ব্রা থোকা থোকা হয়ে ফুটে আছে। আড়চোখে দেখে সরে এলাম। আস্তে আস্তে মেলার একপ্রান্তে চলে এসেছিলাম। শোরগোল, রঙের দাপট এখানে কম। নীচের ল্যান্ডস্কেপটাও চোখে পড়ল। ডাল যেখান থেকে শুরু, সেকানে দেখি একটা ছোট ছেলে একা বসে আছে ঝুড়ি নিয়ে। গেলাম, ঝুড়ির ওপর নেট, জাতীয় কিছু কেটা চাপা দেওয়া রয়েছে। কীসব যেন নড়ছে ভিতরে---'কী আছে রে?' 'নেবে? এক টাকা করে'। একটু রিস্ক নিলাম--- 'পাচটা নেব'। ছেলেটা এবারে খুব সাবধানে ঢাকা সরাল ছোট ছোট হাঁসের ছানা। কোনওটা গাঢ় গোলাপি বা সবুজ বা নীল। ভুল দেখছি না তো? 'হ্যাঁসেরামন রং হয় না কি?' উত্তর এল---'রং না করলে কেউ নেবে না'। ততক্ষণে একমুঠো রঙিন কিচমিচ করা ছানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছে সে। আমি পাঁচ টাকা দিয়ে বললাম, 'রাখ, পরে নেব।' হঠাৎ কাঁধের ওপর প্রবল চাপড়---'তোর কোনও বোধ নাই, এরপর ফিরব কী করে? ওখান থেকে আমাকে খামচে ধরে নীচে নামিয়ে আনলেন মহাদেওদা। গুলি খাওয়া সোলজারের মতো পড়ে থাকা বাইকটাকে তুলে লাথি মারতেই স্টার্ট হয়ে গেল। ডুবে যাওয়া সূর্যের মরা আলোয ফেলে যাওয়া, অলীক রঙে চোবানো মেলার পাহাড়কে পিচনে ফেলে চলে আসতে হল।

(২)

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আমার বাল লাগে না। আঁকার ব্যাপারটা সুন্দর। কিন্তু ওই ছবিটা ভাল নয়, বাদ দাও। এইটা প্রাইজ পাবে, কী কালারফুল করেছে---এই চাপানো বিভাজনটা আমার অবান্তর মনে হয়। ছোটরা বেশির ভাগই আজকাল নিজের খেয়াল। আঁকে না। টিচারের শেখানো নিয়মকানুন মেনে, টেকনিককে করুণভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে প্যাস্টেল ঘষে ঘষে। আমি দেখেছি সেইসব মুখ। মনে হয়েছে---এ যেন আলোহীন কারখানায় র‍্যাঁদা হাতে বয়স্ক শ্রমিকের পোর্ট্রেট। পাড়ার অনুষ্ঠান, আমি উদ্যোক্তাদের একজন। কোনও বিশেষ সাবজেক্ট নয়, যে যা খুশি আঁকবে---এই শর্তে হচ্ছে সবকিছু। বাঁস দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে পার্কের মাঝকানের একটা অংশ। ওপরে সাদা কাপড়ের আচ্ছাদন, নরম আলো আসবে। গার্জেনরা বাইরে। ছোটরা ভিতরে। কাগজ দেওয়া হয়ে গিয়েছে, অন্য আঁকার সরঞ্জাম বাচ্চারাই এনেছে। যার নেই, তাকে আমরাই দিচ্ছি। আমার কাঁধের ঝোলায় বাক্স বাক্স প্যাস্টেল, ঘুরে ঘুরে নজর করছি। মাইকে ঘোষণা হল---'আঁকা শুরু করো সবাই, একঘন্টা সময়।' কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে খসখস করে শুরু করে দিল। কেউ আবার প্রবল অনীহাভরে একটা তোবড়ানো গোল আঁকল পেনসিল দিয়ে। খেয়াল করলাম, যে রেটে গাছ গজাচ্ছে, তার চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠেছে কংক্রিটের বাড়ি, রাস্তা, গাড়ি । একজন মার্কামারা পিরামিডের মতো পাহাড় ধরেছে, এরপর হবে বাবলা ফলের কাঁটার মতো সূর্য, বেরিয়ে আসবে নদী, তারপর অনিবার্য কুঁড়েঘর। সবাই তো এই শহরেই মানুষ। চিপইস চিবিয়েই বাড়ছে। যা আঁকছে , তা দ্যাখেইনি কখনও। তাও আঁকছে।

প্রোগ্রামিং করা শিশু দাস। কী আর বলি, ওদের দোষ নেই। এগোলাম অন্যদিকে। ডাকছে একজন 'কাকু, কাকু' বলে। যেতেই বলল, 'আমার অরেঞ্জ নেই।' ঝোলা থেকে বাক্স খুলে কমলা প্যাস্টেল দিলাম। প্রবল আপত্তি করে বলল, 'চাই না'। তারপর আঙুল তুলে আর এক শিশুশিল্পীকে দেকাল। সে কমলালেবু কাচ্ছে নিবিষ্ট মনে। সামনে ফাঁকা কাগজ। কিছু আঁকেনি। অরেঞ্জের ব্যবস্থা করে ফিরে এলাম উদাসবাবুর কাছে। তার ততক্ষণে লেবু, খাওয়া শেষ। বলাম, 'কীরে কী চাই?' উত্তর এল---ব্ল্যাক'। কালো! শুরুতেই কালো! সামলাবে কী করে? রঙের বাক্স খুলে ধরলাম, খপ করে সে তুলে দিল একটা ব্ল্যাক প্যাস্টেল। তারপর কাগজের ওপরে দমাদ্দম ক'টা দাগ টেনে চুপ করে বসে রইল। আমি চুপচাপ দেখতে লাগালাম। এক সেট রং ওর পাশে রেখে দিলাম কোনও কথা না বলে। আবার কাগদকে আক্রমণ করল সে, এর মধ্যেই ডাকত ব্লু তুলে নিয়েছে। সেই নীল আর আগের কালোর বাং মারতে মারতে সে তৈরি করে ফেলল মোটাসোটা একটা ইডিম্যান ফিগার। বসা। 'কী আঁকছিস রে?' —জিগ্যোস করায় বলল, 'কৃষ্ণ'। এদিকে ফটাফট দু'টো বড় কান হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপারটা একটা বেয়াড়া টার্ন দিচ্ছে, সম্ভবত। ওর মনের মধ্যে কী ঘটছে, আমার বোঝা সম্ভব নয়। আমি নিশ্চিত যে, ওটা কৃষ্ণ নয়, গণেশ। কৃষ্ণরূপী গণেশ। সেয়ানা অন্য কারওরপ বুদ্ধি, না কি নিজের খেয়াল? গোলাপির বদলে নীলেরক ডিসশনটা মারাত্মক। শকিং, এই কন্ট্রাডিকশনটা দেবতাকে দানব বানিয়েছে। একজোনা হিংস্র চোখ, ভয়ানক দাঁত ফুটে উঠল অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। ছোট কবজির মোচনে গাজিয়ে গেল শুঁড়। 'এ তো কৃষ্ণ নয়!'---বলার সাহস পেলাম না। ছেলে অস্ফুটে বলল, 'পিঙ্ক'। তুলল গাঢ় কমাল প্যাস্টেল। একটু অপেক্ষা করে জট করে একটান মারল শুঁড়ের সেন্টার লাইন বরাবর। পড়ে গেল আধুনিক ভারতেরদেব সিঁদুর। তারপর এই সৃষ্টি যন্ত্রণা সুখ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আর আঁকবে না। ওর স্টেটমেন্ট শেষ। আমি চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম। **চলবে**

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে সতর্ক করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সম্প্রতি এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে 'মোদীজি কি সেনা' বলে উল্লেখ করেছিলেন যোগী আদিত্যনাথ। এরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে। বিষয়টি নিয়ে সরব হয় দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। গাজিয়াবাদের জেলাশাসকের পাঠানো ভাষণের ভিডিওক্লিপের ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে শো-কজ করে নির্বাচন কমিশন। এরপরই শুক্রবার রাতে যোগী আদিত্যনাথকে ভবিষ্যতে ভাষণ দেওয়ার সময় শব্দচয়নের ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক হতে বলে নির্বাচন কমিশন।

গত রবিবার গাজিয়াবাদের এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেছিলেন, "কংগ্রেসের লোকেরা সন্ত্রাসবাদীদের বিরিয়ানি খাওয়া। অন্যদিকে মোদীজির সেনারা জঙ্গিদের শুধুমাত্র গোলা এবং গুলি দেয়। এটাই পার্থক্য। জঙ্গিদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য মাসুদ আজাহারকে 'জি' বলে সম্বোধন করে থাকে কংগ্রেসের লোকেরা।"

শনিবার আগরতলায় দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে। নিজস্ব ছবি।

ফেলে রাখা টাকা বুধবারের মধ্যে ফেরত দিতে নির্দেশ পঃবঙ্গ অর্থ দফতরের

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। সদ্য শেষ হওয়া ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে দফতরগুলির বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ফেলে রাখা টাকা আগামী বুধবারের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে গত পয়লা এপ্রিল নির্দেশিকা জারি করেছে অর্থ দফতর।

এর আগে আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগে খরচ করতে না পারা টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছিল অর্থ দফতর। দুই দফায় ওই নির্দেশিকা জারি করা হয়। তারপরও সব অব্যবহৃত টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি বলে অর্থ দফতরের আশঙ্কা। তাই ফের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি হয়েছে। ১০ এপ্রিলের মধ্যে পিএল/এলএফ/ডিপোজিট/ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা টাকা ফেরত দিতে বলা হয়েছে।

পিএল প্রভৃতি অ্যাকাউন্টে টাকা রাখার ব্যাপারে পঞ্চায়েত, পুরসভার মতো স্বয়ংশাসিত কিছু সংস্থাকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে সেটা শুধু ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ২০১৭-১৮ আর্থিক বছর বা তার আগে থেকেও পিএল সহ বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে যে টাকা পড়ে রয়েছে, তা অবশ্যই সবাইকেই যে ফেরত দিতে হবে তা অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থ দফতরের কোনও অ্যাকাউন্টে অনলাইনে টাকা ফেরত দিতে হবে তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আগেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল অর্থ দফতর।

গত বছর থেকে উন্নয়নমূলক কাজে বরাদ্দ টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করতে না পেরে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ফেলে রাখার প্রবণতা বন্ধ করার জন্য কড়া হয়েছে অর্থ দফতর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে বৈঠক করেছিলেন। নতুন আর্থিক বছর শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বাজেট বরাদ্দ থেকে টাকা দেয় অর্থ দফতর। আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগে টাকা খরচ না করতে পারলে দফতরগুলির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রবণতা রয়েছে ওই টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ফেলে রাখার।

বামফ্রন্ট সরকারের সময় থেকে এই ব্যবস্থা চলে আসছিল। এতে উন্নয়নমূলক কাজে বরাদ্দ অর্থ যথার্থ ভাবে খরচ হচ্ছিল না। ব্যাঙ্কে টাকা ফেলে রেখে তার সুদ থেকে দফতরগুলি অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় খরচও করত। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসার পর তিনি এটা বন্ধ করার জন্য অর্থ দফতরকে নির্দেশ দেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নয়নের টাকা খরচ করতে না পারলে তা অর্থ দফতরকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয়। ওই অব্যবহৃত টাকা যাতে অর্থ দফতর অন্য উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করতে পারে তার জন্য এটা করা হয়।

এসপি ছিলাম, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো- তৃণমূল পঃবঙ্গ জেলা সভাপতিকে হুশিয়ারী ভারতীর

ডেবরা, ৬ এপ্রিল (হি. স.)।। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে নতুন করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার। পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রবেশ আটকাতে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন সভাতে ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি।-শনিবার প্রচারে নেমে এরই বিরুদ্ধে পাল্টা তোম দাগলেন ভারতী ঘোষ। বলেন- এই এলাকাতে এসপি ছিলাম। কার কোথায় কি রয়েছে সব জানি। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো। সাবধানে থাকবেন।

শনিবার ঘাটাল লোকসভার ডেবরা থানার অন্তর্গত বসন্তপুর, সুলতানপুরে প্রচারে বের হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী ভারতী ঘোষ। এলাকায় ঘুরে ঘুরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তাকে আটকাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে অভিযোগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- ভারতী ঘোষ ঘাটাল দাসপুরে ঢুকে তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলার প্রমান লোপাট করতে পারেন। তাই তাঁকে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হোক। ভারতী ঘোষ তাঁর পক্ষ থেকে কোর্টে শুক্রবার সেই আবেদনের পাল্টা জবাব দিয়ে শনিবার থেকে প্রচারে নামেন।

এদিন প্রচারে নেমেই জবাব দেন সেসবের। তিনি বলেন- "ওরা প্রচন্ড ভয় পাচ্ছে। কারন রাস্তায় নেমে এসে মানুষের কাছে সব বলছি আমি, সব থেকে বড় আদালত মানুষের আদালত। এই কারণে বেশি ভয় পাচ্ছে। যারা চুরি দুর্নীতি করে তারা সবসময়ই ভয় পায়। প্রথমে আমার ইলেকশন এজেন্টকে মারধর করে গাড়ি ভাঙলো, তার পরেও না আটকাতে পেরে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে আটকানোর জন্য।"

গত কয়েকদিন ধরে ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে প্রচার করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি।

শনিবার অজিত মাইতির বিরুদ্ধেও এদিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভারতী ঘোষ। তিনি বলেন- "অজিত মাইতির মত দুর্নীতিগ্রস্ত লোক খুব কম আছে। এটা ওর এলাকার লোকই বলে। মনে রাখবেন এই এলাকার এসপি ছিলাম, কেউ যদি মনে করে হাঁটে তার হাড়ি ভাঙবো না সেটা ভুল করবে। অনেক কিছু আমার কাছে আছে। সে সমস্ত হাটে হাড়ি ভেঙে দেবো আমি। সবাই ওরা এত দুর্নীতিগ্রস্ত যে, তার যদি তালিকা তৈরি করি শেষ করা যাবে না। আমিই সেই ব্যক্তি যিনি চাকরি ছাড়ার পরই কোথায় কি দুর্নীতি চলছে সেসব তথ্য দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে সিবিআই তদন্তের আবেদন করেছিলাম।"

এবিষয়ে তৃণমূলে জেলা সভাপতি অজিত মাইতি বলেন " চোরের মায়ের বড়ো গলা, ওনার কথায় কি রাজনীতি চলবে ? যাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা রয়েছে, তারাই বেশি কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। আমরা কারও মতো উড়ে এসে জুড়ে বসিনি।"

একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মোদী, মিশনরঞ্জনের

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। একক সংখ্যারিষ্ঠতা নিয়ে পুনরায় কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশের জনগণ আবারও একবার নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। করিমগঞ্জে একান্ত সাক্ষাৎকারে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন অসম শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান তথা উত্তর করিমগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক মিশনরঞ্জন দাস।

মিশন বলেন, দেশে এখন আর বিরোধী দল বলে কিছু নেই। শুধু বিরোধিতা করার জন্যআ দেশের সবকয়টি দুর্নীতিগ্রস্ত দল এককাট্টা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর মোদীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। অথচ দীর্ঘ ৫৫ বছরে দেশে সংগঠিত ছোট বড় এত সব দুর্নীতি সংগঠিত হয়ে, এ-সবর বিরুদ্ধে কেউ কোনও কথা বলছে না। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত এক পরিবারের মা ও ছেলে আজ জামিনে কারাগারের বাইরে রয়েছেন। সামান্যেতম লজ্জাবোধ থাকলে কংগ্রেস দুর্নীতি নিয়ে এত কথা বলত না। চৌকিদারের তীক্ষ্ণ নজরদারির কবলে পড়ে দেশের বেসামাল দুর্নীতিগ্রস্তরা ভ্রষ্টাচারের নায়ক কংগ্রেসকে বাঁচতে জোটবদ্ধ হয়েছে।

তিনি বলেন, ভ্রষ্টাচারমুক্ত এবং কংগ্রেসমুক্ত ভারতবর্ষ গড়তে দলের প্রত্যেক কার্যকর্তা, কর্মী এবং সমর্থক নিষ্ঠাবান সৈনিকে মতো কাজ করে চলেছেন।

সারদাকান্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়, রাজীব কুমারকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। সারদাকান্ডে এবার প্রাক্তন কলকাতা পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। শনিবার সুপ্রিম কোর্টে সিবিআইয়ের তরফে আবেদন দাখিল করা হয়। রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাট, তদন্তে সহযোগিতা না করা সহ একাধিক অভিযোগ এনেছে সিবিআইয়ের। আর তাই প্রাক্তন এই পুলিশ কমিশনারকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় বলে আবেদনে জানিয়েছে সিবিআই।

উল্লেখ্য, এর আগে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল তৎকালীন কলকাতা পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করা যাবে না। সেই নির্দেশ প্রত্যাহারের আর্জিও জানানো হয়েছে সিবিআইয়ের তরফে।

প্রসঙ্গত এর আগে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর তথ্য সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছে সিবিআই। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শুনানিতে জানান, রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। রাজীবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার শুনানি ছিল। সেই শুনানিতেই খামে ভরা রিপোর্টে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব সংক্রান্ত তথ্য জমা দিয়েছে সিবিআই। ছ'পাতার একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়।

প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ সেই সময় শুনানিতে সিবিআইকে বলেন, এত গুরুতর অভিযোগ দেখে চুপ করে বসে থাকবে না সুপ্রিম কোর্ট। তিনি সিবিআইকে নির্দেশ দেন যে এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তার জন্য একটি আবেদন জানাতে হবে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে সেই আবেদন করতে বলে সুপ্রিম কোর্ট। সেই মরো ১০ দিনের মধ্যে আদালতে রাজীবের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা আদালতে জানাল সিবিআই।

উল্লেখ্য, সারদা কাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন করেছিল রাজ্য সরকার। সেই সিটের প্রধান ছিলেন রাজীব কুমার। সিবিআই-র অভিযোগ, সিটের প্রধান থাকাকালীন সারদা দুর্নীতির অনেক তথ্যপ্রমাণ নষ্ট ও বিকৃত করেছেন রাজীব কুমার। গত ৩ ফেব্রুয়ারি সারদা তদন্তে রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে তাঁর বাসভবনে পৌঁছয় সিবিআই আধিকারিকদের একটি দল। তারপরই কলকাতা পুলিশ বনাম সিবিআই দ্বন্দ্বে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। আদালত অবমাননার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। সেই শুনানিতে আদালত রাজীব কুমারকে সিবিআইয়ের মুখোমুখি হতে বলেন। এর পর শিলংয়ে সিবিআই তৎকালীন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকে একাধিকবার জেরা করে। এদিন আদালতে এই বিষয়টিকেও তুলে ধরে সিবিআই। সিবিআইয়ের তরফে আইনজীবী অভিযোগ, জেরায় অসহযোগিতা করেছেন রাজীব কুমার। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ করেছে সিবিআই।

জাতীয় পার্টিতে টানাপোড়েন, জি এম কাদের ফের কো-চেয়ারম্যান

ঢাকা, ৬ এপ্রিল (হি. স.)।। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টির মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন চরমে উঠেছে, যার জের ধরে অব্যাহতি দেওয়ার ১২ দিনের মাথায় জি এম কাদের (গোলাম মোহাম্মদ কাদের)-কে কো-চেয়ারম্যান পদে পুনর্বহাল করেছেন দলটির প্রধান এইচ এম এরশাদ। স্বাভাবিকভাবে কো-চেয়ারম্যানই হচ্ছেন দলে এরশাদের উত্তরসূরি, যিনি এরশাদের অবর্তমানে দলের নেতৃত্ব দেবেন। জি এম কাদের শনিবার সকালে হিন্দুস্তান সমাচারকে বলেছেন, ঙ্র'টানাপোড়েন দল নিয়ে নয় বরং তাঁকে নিয়েই হচ্ছে। এবং পুরো বিষয়টি তিনি দলের চেয়ারম্যান এরশাদকে অবহিত করেছেন। নেতৃত্ব মোটামুটি ঠিক ছিল। তবে আমাকে সরাতে অনেক চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেননি। নেতাকর্মীদের আস্থা আছে আমার প্রতি। চেয়ারম্যানও জানেন। তাই টানাপোড়েনকে আমি সমস্যা বলে মনে করছি না। তবে ভালো হয়েছে যে এটা এখনই প্রকাশ হয়ে গেছে। আর এরশাদ সাহেবও বুঝতে পেরেছেন সবকিছু।'

চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি জি এম কাদেরকে কো-চেয়ারম্যান ঘোষণা করে রংপুরে হাস্যোজ্বল মুখেই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বলেছিলেন কাদেরই তাঁর অবর্তমানে দলের নেতৃত্ব দেবেন। একই সাথে পরে সংসদে বিরোধী দলীয় উপ-নেতা হিসেবেও কাদের মনোনীত হবার পর মোটামুটি সবাই নিশ্চিত ছিল যে ৯০ বছর বয়সী এরশাদের পর দলের নেতৃত্বে আসবেন জি এম কাদেরই। কিন্তু তার সেই সিদ্ধান্ত টিকেছিল মাত্র দু-মাসের মতো। গত ২২ মার্চ এক ঘোষণায় প্রথমে কো-চেয়ারম্যান ও পরে উপ-নেতার পদ থেকে ভাইকে সরিয়ে স্ত্রী রওশন এরশাদকে মনোনয়ন দেন তিনি। এর মাত্র ১৩ দিনের মাথায় কো-চেয়ারম্যান পদে জি এম কাদেরকে পুনর্বহাল করেন সাবেক সেনাশাসক এরশাদ। তবে তিনি সংসদে বিরোধী দলীয় উপ-নেতার পদ ফিরে পাবেন কি-না সে বিষয় এরশাদ বা দলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও ঘোষণা দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেছেন, জাতীয় পার্টিতে এখনও এরশাদকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ নেই, দলের গঠনতন্ত্র চেয়ারম্যানকে এই ক্ষমতা দিয়েছে। এ সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধের কারণেই দলটিতে এক ধরনের সঙ্কট রয়েছে। জাতীয় পার্টির মধ্যে যে বিরোধ চলছে সেটা সব দলেই থাকে। দলে যদি তেমন কেউ থাকতো অন্যদের প্রভাবিত করার মতো তাহলে এরশাদ হয়তো এভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। এখানে বিষয়টি তো পূর্ব নির্ধারিত। তারপরেও বিরোধী পক্ষ আছে। তাদের মধ্যে হয়তো নেতা হওয়ারও ইচ্ছা আছে। দলটির কয়েকজন নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, জিএম কাদের ও রওশন এরশাদকে ঘিরে দুটি বলয় দলটিতে গত এক দশক ধরেই সক্রিয় রয়েছে জাতীয় পার্টিতে। ২০০৮ সালের পর আওয়ামি লিগের প্রথম আমলে জি এম কাদের এবং দ্বিতীয় আমলে রওশন এরশাদ পক্ষ কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কিন্তু এবার ৯০ বছর বয়সী এরশাদের অসুস্থতার কারণে দলটির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে জি এম কাদেরের পক্ষ ও বিপক্ষ উভয়েই মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন তারা। যদিও বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্ব বা সরকারকে সমর্থন দেয়া নিয়ে বারংবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের চাপের বিষয়টিও উল্লেখ করছেন কেউ কেউ। তাদের ধারণা, এরশাদের অসুস্থতার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা হচ্ছে দলে। তারা বলেন, দলের নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল বা টানাপোড়েনে অনেক বিব্রত হতে হয়। এরশাদ ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন জি এম কাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে। হঠাৎ করেই তাতে পরিবর্তন এল। বয়সের কারণে এরশাদ সাহেবের সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আর এই সুযোগই নিচ্ছে কেউ কেউ। আওয়ামি লিগ সরকারকে সমর্থন দেওয়া না দেওয়া নিয়ে চাপে ছিল জাতীয় -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

কোচবিহারে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল কন্যা সন্তানের

দেওয়ানহাট, ৬ এপ্রিল (হি. স.)।। কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌরাঙ্গ বাজার এলাকায় একটি বাড়িতে মোমবাতির আগুনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল কন্যা সন্তানের। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারের গৌরাঙ্গ বাজার এলাকায় প্রতাপ বর্মনের বাড়িতে শনিবার রাতে বিদ্যুৎ না থাকায় ঘরে মোম জ্বালিয়ে প্রীতি বর্মন নামে দেড় বছরের ওই শিশুটিকে নিয়ে তার মা শুয়ে ছিলেন। কোনোভাবে মোমের আগুন আসবাবপত্রে লেগে -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে নির্বাচনের দিন, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের টেলিফোন নম্বর দেখাতে হবে

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি. স.)।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রত্যেক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর সহ একটি করে সাইন বোর্ড দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সঞ্জয় বসু এ কথা জানিয়েছেন।

সমস্ত ভোটদাতাদের জন্য ন্যূনতম সুবিধা নিশ্চিত করতেই জেলা নির্বাচন অফিসার, রিটার্নিং অফিসার, ব্লক লেভেল অফিসার, সেক্টর এবং নির্বাচন কমিশনের মোবাইল

টিমের নম্বর এবং ১৯৫০ ভোটার হেল্প লাইন নম্বরগুলি প্রত্যেক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে দেওয়া হবে। এ কথা জানিয়ে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বলেন, প্রত্যেকটি লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। নির্বাচনের আগের দিন সমস্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে এই নম্বরগুলি সহ সাইন বোর্ড ঝোলানো হবে।

এছাড়া, এই বোর্ডে বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাও লেখা থাকবে। প্রত্যেক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়াও বিকল্প যে নথিগুলি দেখিয়ে ভোট দেওয়া যাবে, এই সাইন বোর্ডে তাও লেখা থাকবে। অন্যদিকে, বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র

এবং ভিভিপ্যাট ব্যবহার করে ভোটদান বিষয়ে নিয়ম-কানুনও এই বোর্ডে দেওয়া থাকবে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছে।

উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট দানের আর্জি গ্রাম-করিমগঞ্জের

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন প্রার্থীকে নির্বাচিত করার আহ্বান জেলাবাসীর। হাতেগোনা আর কয়দিন পর লোকসভা নির্বাচন। তাই সমগ্র জেলাজুড়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের তৎপরতা জোরকদমে চলছে। নানা কৌশল অবলম্বন করে মাঠে নেমেছেন রাজনৈতিক নেতারা। প্রকৃত জনদরদি প্রার্থীকে এবারের নির্বাচনে জয়ী করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও জেলার একাংশ সচেতন নাগরিক আহ্বান জানিয়েছেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-সহ সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত ভুক্তভোগীরা চাইছেন জনমানসে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন লোককেই এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রাধান্য দেওয়া হোক। কর্মনিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনগণের মাথায় বেল ভাঙাই হল কতিপয় প্রতিনিধির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জেলার সাধারণ ভোটারদের মনে এমন ভাবনা এমনিতে -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

উত্তরপ্রদেশের বাবিনাতে যৌথ সামরিকমহড়া চালাবে ভারত-সিঙ্গাপুর

লখনউ, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। উত্তরপ্রদেশের বাবিনাতে যৌথ সামরিক মহড়া চালাবে ভারত ও সিঙ্গাপুর। আগামী ৮ থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই সামরিক মহড়া। দুই দেশের মধ্যে সামরিক ঐক্যকে আরও বেশি নিবিড় করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শনিবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভারত এবং সিঙ্গাপুরের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক এবং কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে সামরিক সহযোগিতা, যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ, সামরিক প্রযুক্তির বিকাশ এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চুক্তি করে ছিল দুই। সন্ত্রাস দমনে দুই দেশ যাতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে করতে পারেতাঁর জন্য এই মহড়া। ভারতের পুবে তাকাও নীতিতে প্রথম সাড়া দিয়েছিল সিঙ্গাপুর।

পাথারকান্দির চাম্পাবাড়িতে জনতার হাতে বমাল ধৃত বাংলাদেশি গরু চোর

পাথারকান্দি (অসম), ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন চাম্পাবাড়ি চা বাগান এলাকার জনগণের হাতে বমাল ধরা পড়েছে এক গরু চোর। ধৃত চোর বছর তিরিশের মোহম্মদ লাল মিয়াঁ। সে বাংলাদেশের মৌলভিবাজার জেলার উপজেলা বড়লেখা এলাকার জনৈক নেজাম উদ্দিনের ছেলে। ধৃত গরু চোরকে গণধলাই দিয়ে পাথারকান্দি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে পাথারকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার কাকভোরে চাম্পাবাড়ি বাগানের একাংশ জনগণের নজরে পড়ে, এক ব্যক্তি দুটি গাভি নিয়ে চারা বাগানের পথ ধরে পশ্চিমের দিকে বাংলাদেশ সীমান্তের পথে এগোচ্ছে। এতে প্রত্যক্ষদর্শীদের সন্দেহ হয়। ওই ব্যক্তিকে গরু চোর সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আসল রহস্য ফাঁশ হয়ে যায়। তার হেফাজত থেকে গরু দুটিকে উদ্ধার করে তাকে ধরে বেদম মার মারেন স্থানীয়রা। বাগানে আটকে রেখে পাথারকান্দি থানার চাঁদখিরা পুলিশ চেক গেটে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে আজ সকাল প্রায় আটটা নাগাদ পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ধৃত চোরকে উদ্ধার করার পাশাপাশি গাভি দুটিকে নিজেদের জিম্মায় নিয়েছেন। পুলিশের চেক গেটের ইনচার্জ বংশীধর রবিদাস জানান, প্রাথমিক জেরায় ধৃত চোর নাকি জানিয়েছে, তার দলে মোট আটজন ছিল। বরাবরের মতো দল বেঁধে তারা গত কয়েনকদিন ধরে সীমান্ত টপকে স্থানীয়দের সহযোগিতায় করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন গ্রামে অবস্থান করে গৃহস্থদের বাড়ি থেকে গরু চুরি করে বাংলাদেশে নিয়ে গেছে। অতিসম্প্রতি কম করেও ১৫টি গরু তারা বাংলাদেশে পাচার করে দিয়েছে। দলের অন্যরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে পাড়ি দেওয়ায় সে রাস্তা ভুলে যাওয়ায় আজ ধরা পড়ে গেছে।

গরুগুলো কোথা থেকে চুরি করে আনা হয়েছে সে ব্যপারে পুলিশি জেরায় এখনও মুখ খুলেনি লাল মিয়াঁ। তিনি জানান, শনিবার ভোর বংলাদেশি গরু-চোর জনতার হাতে ধরা পড়ার খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। সরেজমিনে তদন্ত করতে পাথারকান্দি পুলিশের এক বড় দল চাম্পাবাড়িতে পৌঁছেছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একাংশ জনগণের অভিযোগ, সাম্প্রতিককালে লোকসভা নির্বাচনি আচরণবিধির বলে প্রকাশ্যে বিভিন্ন স্থানে নাকাচেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হলেও একাংশ পুলিশকর্মী এবং সীমান্ত রক্ষীদের সাথে গোপন সমঝোতার মাধ্যমে এলাকায় অবৈধ কারবারের রমরমা অব্যাহত রয়েছে। গত মাস কয়েক ধরে পাথারকান্দির বিভিন্ন এলাকায় গরু চুরির হিড়িক পড়েছে। সংশ্লিষ্ট থানা কর্তপক্ষকে ঘটনাবলির ব্যাপারে অবগত করলেও তাঁদের তরফ থেকে কোনও সদর্থক ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে না।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রান্না করার জন্য অলিভ অয়েল তেল

ভাজাপোড়া খাবার পছন্দ? তবে অলিভ অয়েল ব্যবহার করুণ। বীজ থেকে উৎপন্ন অন্যান্য খাবার তেল থেকে বেশি তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে অলিভ অয়েলে যা স্বাস্থ্য সম্মত খাবার তৈরিতে সাহায্য করে। গবেষকরা চার রকম পরিশোধিত তেল-অলিভ, কর্ন, সয়াবিন এবং সানফ্লাওয়ার দিয়ে ডুবো তেলে ও প্যানে আলুর টুকরা ভাজেন। আর তেলগুলো দশবার পুনঃ ব্যবহার করা হয়। তারা দেখতে পান ডুবো তেলে ভেজে ৩২০ (১৬০ সেলসিয়াস) ও ৩৭৪ (১৯০ সেলসিয়াস) ডিগ্রি ফারেনহাইট্যে অলিভ অয়েল ঠিক থাকে। অপরদিকে সানফ্লাওয়ার অয়েল সবচেয়ে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় যখন প্যানে ভাজার সময় তাপমাত্রা থাকে ৩৫৬ (১৮০ সেলসিয়াস) ডিগ্রি ফারেনহাইট। এই গবেষণার প্রধান মোহামেদ বোয়াজিজ বলেন, "খাবার ভাজার ক্ষেত্রে বীজ থেকে উৎপন্ন অন্যান্য তেলের চাইতে অইলভ অয়েল মান ও পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে পারে।"

যখন গরম হয় তখন বিভিন্ন তেলের বৈশিষ্ট, রাসায়নিক পদার্থ পুষ্টিগুণের মাত্রা অনুযায়ী নষ্ট হতে থাকে। এই ধরনের কিছু পরিবর্তন নতুন যৌগ তৈরি করে যা বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া গরম তেলের উপজাতক (বাই প্রোডাক্টস) ভাজা খাবারের পুষ্টিগুণও কামিয়ে দিতে পারে।

এগ্রিকালচার এন্ড ফুড কেমিস্ট্রির এসিএস জার্নালে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

অ্যাসিডিটির সমস্যায় কী করবেন

অ্যাসিডিটির সমস্যা কারও কারও জীবনকে জেরবার করে তুলতে পারে। মুঠো মুঠো অ্যান্টাসিড বা ওমাপ্রাজেল গ্রুপের ওষুধ খাওয়াই সার। পরিণামে দেখা যায়, অ্যাসিড এর সমস্যা তো কমেই না বরং এই ওষুধগুলির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বইতে হয়।

দেখা যায়, অ্যান্টাসিড খাওয়ার ফলে অকারণ রাগ হয়। এমনকি অতিরিক্ত অ্যান্টাসিড দাম্পত্য জীবনেরও প্রভাব ফেলে। আবার ওমাপ্রাজোল হাড়কে ভঙ্গুর করে তোলে। তাই আমাদের উচিত অ্যাসিডের সঠিক কারণ খুঁজে বের করা। প্রয়োজন কম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথির সাহায্য নেওয়া।

অ্যাসিডিটি কিন্তু শারীরিক সমস্যার এক বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে আমাদের পাকস্থলীর গা থেকে অ্যাসিড নির্গত হয়। এই অ্যাসিড আবার হজমে সাহায্য করে। যখনই পাকস্থলীর গা থেকে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিড নির্গত হয়। তখনই দেখা দেয় অ্যাসিডিটির সমস্যা।

অ্যাসিডিটির হাত থেকে স্বস্তি পেতে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ঃ

* দেখা যায় কলাতে থাকে অ্যালকেলাইন অ্যাশ যৌগ। এই যৌগ কিন্তু অ্যাসিডকে প্রতিহত করতে পারে। তাই অ্যাসিডের ক্ষেত্রে রোজ একটি করে ফল উপকারী।

* শাক সবজি ও বিভিন্ন ধরনের ফলে প্রচুর পরিমাণে 'বি' ও ভিটামিন 'ই' থাকে। এগুলি হজমে সাহায্য করে।

* অ্যাসিডিটিতে গুড় খুবই উপকারী। একটুখানি গুড় মুখে দিয়ে চুষতে শুরু করলে অ্যাসিড কমে যায়।

* অ্যাসিডিটিতে আবার আদা উপকারী। তাই খাদ্যের সঙ্গে একটুখানি আদা খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।

* দেখা যায়, খাওয়ার ৩-৪ ঘণ্টা পরে শুতে গেলে অ্যাসিড এর প্রকোপ অনেকটাই কমে।

হোমিওপ্যাথি অ্যাসিডের ভালো চিকিৎসা রয়েছে। অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যে সকল হোমিও ওষুধ ব্যবহৃত হয়, সেগুলি আলোচনা করা হল। তবে চিকিৎসা করা উচিত যেকোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে কারণ চিকিৎসকরাই পারেন এক রোগের সঙ্গে অন্য রোগের সম্পর্ক বুঝে সঠিক ওষুধ নির্বাচন করতে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ঃ মুখ টক্ টক্ স্বাদ, খাওয়ার পরই অস্বস্তি, বমিভাব, জিভে সাদা বা হলদে ময়লা, তেষ্টা কম।

কার্বো ভেজ ঃ টক গন্ধের ঢেঁকুর, পায়খানা পাতলা, দুর্বল শরীর, ঘুম ঘুম ভাব, পেটে বায়ু জমে,পেট গড় গড়, থর থর করে।

*লাইকোপোডিয়াম ঃ পেটে বায়ু বিকাল ৪টার পর বাড়ে, অল্প খেলেও পেট ফুলে উঠে, লিভারের গন্ডগোল, রাতে বার বার প্রস্রাব।

আইরিস ভার্স ঃ পেট বুক জ্বালা, টক বমি, মুখ থেকে পেট পর্যন্ত জ্বালা।

* সালফিউরিক অ্যাসিড ঃ বুক জ্বালা, টক ঢেঁকুর, ঘামে টক গন্ধ, পাতলা পায়খানা, মলে দুর্গন্ধ।

* ন্যাট ফস ঃ পেট ব্যথা, টক ঢেঁকুর, বমি।

* ফসফরাস ঃ যেটা খাওয়া হয়েছে, তারই ঢেঁকুর , খিদে বেশি, রাতে ঘাম, পেটে বায়ু জমে রোগ পুরোনো হলে, খুব মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়।

* নাক্স ভমিকা ঃ মদ্যপান, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম, রাত্রি জাগরণ, হোটেল রেস্তোরাঁতে খাওয়ার ফল।

রোধিনিয়া ঃ তেঁতো, ঢেঁকুর, পেটজ্বালা, কোষ্ঠকাঠিন্য।

* আমলকি ঃ অনিদ্র, চুল পাকা, প্রস্রাব সমস্যা, আমবাত, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ও সাদা স্রাব।

তবে অ্যাসিডের রোগীদের কখনোই ধোঁয়া ওঠা ভাত বা চা কফি খাওয়া উচিত নয়। এই রোগে বেশি পরিমাণে জল খাওয়া দরকার। গবেষণায় দেখা যায়, ছোটবেলায় বিশেষ করে শরীর যখন বিকশিত হয়, তখনকার পেটের গণ্ডগোল পরবর্তীকালে বড়সড় সমস্যা ডেকে আনতে পারে।

বিশেষ করে ডিপ্রেশনের মতো মানসিক সমস্যার। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষক ডা: পঙ্কজ পাশরিচামস্তিষ্কের সঙ্গে পেটের একটি বিশেষ সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তাই মন খুশি রাখতে পেটের সমস্যা থেকে দূরে থাকতে হবে। সুতরাং অ্যাসিডিটি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

ফিস কেক

শেষ বিকেলে চায়ের সঙ্গে বা অতিথি আপ্যায়নে চাই বিশেষ কিছু। নাস্তায় বিশেষত্ব আনতে সঙ্গে চাই স্বাদ এবং পুষ্টির সমন্বয়। তাছাড়া যে খাবারই তৈরি করুড় না কেন, তা যেন হয় সন্তানের স্বাস্থ্য উপযোগী। তাই কোনো চিন্তা ছাড়ায় স্বাস্থ্যকর সব উপকরণের সঙ্গে মাছ দিয়ে তৈরি করতে পারেন মজাদার ফিস কেক।

উপকরণ ঃ- মাছ ২ কাপ, ভাত ২ কাপ, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া কোয়ার্টার চা চামচ, ডিমের কুসুম ১টি, আলাদ বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ চা চামচ কাঁচামরিচ বাটা ১ চা চামচ, পেঁয়াজ বাচা ২ চা চামচ, আদা মিহিকুচি ১ চা চামচ, লেবুর খোসা মিহিকুচি ১ চা চামচ, ডিমের সাদা অংমশ ফেটানো ১টি, লবণ স্বাদমতো, তেল ভাজার জন্য।

পদ্ধতি ঃ- রুই মাছের পিঠের অংশ থেকে কাঁটা ও চামড়া ফেলে মাছ বেটে নিন।

সব বাটা মসলা থেকে রস চিপে মাছে মেশাতে হবে। ডিমের সাদা অংশ ও তেল বাদে অন্য সব উপকরণ মিশিয়ে ভালোভাবে রাখুন। হাতের তালুতে তেল মেখে চ্যাপ্টা গোলাকার কেক তৈরি করুণ। এবার ফেটানো ডিমের ডুবিয়ে মৃদু আঁচে তেলে ভাজুন। ব্যস হয়ে গেল মচমচে ফিস কেক।

সোডা থেকে দূরে থাকুন

যদি আপনার সোডা বা কোমল পানীয় পানের অভ্যাস থাকে, তাহলে আপনি যতই চেষ্টা করুণ পরিপূর্ণ সুস্থ থাকতে পারবেন না। আর যারা স্থূল শরীর নিয়ে বিড়ম্বনায় আছেন, তারা কখনো পাতলা গড়নের শরীরও পাবেন না। পাতলা গড়নের শরীর (স্লীম) পাওয়ার জন্য মেয়েরা কত কিছুই না করে।

কেউ খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে, আবার কেউ ব্যায়াম করে শরীরের বাড়তি মেদ ঝরাতে চেষ্টা করেন। অনেকে হয়তো সফল হন। কিন্তু সে শরীর ধরে রাখতে পারেন না। কারণ আমরা জেনে শুনেই অনেক অভ্যাস জিইয়ে রাখি।

অনেককেই দেখা যায়, ডায়েট করেছেন, আবার তৃষ্ণা পেলে কোমল পানীয় পান করছেন। হয়তো তারা মনে করে থাকতে পারেন এটা তো পানীয়। কিন্তু না। আধা লিটার কোমল পানীয়ের মধ্যে অন্তত ৭ চামচ চিনি থাকে, যা শরীরের ওজন বাড়ানোর জন্য বেশ কার্যকর। টাইপ -২ ডায়াবেটিস, দাঁতের গর্তজনিত ক্ষত এবং অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ারও আশঙ্কা আছে। এর একটি উপাদন আমাদের ডিনএনএ ক্ষতিগ্রস্থও করতে পারে।

এছাড়া অন্যান্য ক্ষতি প্রকাশ্যে দেখা না গেলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ অকেজো করে দিতে পারে।

বয়ঃসন্ধিক্ষণ ঃ কিশোর বয়সের সমস্যা

জন্মলগ্ন থেকেই একটি শিশু মা বা আত্মীয় স্বজনের স্নেহ ভালবাসার মধ্যে আস্তে আস্তে বড় হয়। প্রথম থেকে মার বুকের দুধ-পরে অন্যান্য খাবার বা পোশাক পরিচ্ছদ সব কিছুর ব্যবস্থা মাই করেন। শিশু মার উপর সবদিকে নির্ভরশীল। আস্তে আস্তে শিশু বড় হয়। বাড়ির বাইরে আসা-যাওয়া করে। স্কুলে যেতে শুরু করে। বন্ধু বান্ধব ও জোটে যায়। এই জীবন পথে সে কৈশোরে পদার্পণ করে। তখন সে আর শিশু থাকে না। মারও তার উপর সর্বক্ষণের সজাগ দৃষ্টির দরকার পরে না। সে খাওয়া-দাওয়া নিজের হাতেই করে। পোশাক পরিচ্ছদ নিজের হাতেই পরে। শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে তার অনেক পরিবর্তন হয়। এই সময়টায় সে শিশু হিসাবেও স্বীকৃতি পায়না আবার বড়রাও তাকে দূরে সরিয়ে রাখেন কারণ বয়স এবং মনের দিক দিয়ে সে বড়দের সমকক্ষ নয়। এই বয়ঃসন্ধিক্ষণ যেটা ১০ থেকে ১৮ বৎসর পর্যন্ত ধরা হয়--- এই সময়টা জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে এই সময়টা নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে খুব সচেতন এবং সেটা প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন রকম চিন্তা ভাবনা তার মধ্যে আসে এবং সেটা সুযোগ পেলেই সে প্রকাশ করে। কিশোর জীবনের এই বয়সটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের শরীর নিয়ে এই বয়সের ছেলেরা হয়ে পরে উদ্‌বেলিত। উচ্চতা শরীরের রং নাক চোখ মাংসপেশী ইত্যাদি নিয়ে সব সময়েই চিন্তিত। শারীরিকভাবে নিজেকে সবার আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ওরা খুব উদ্‌গ্রীব। এই বাড়ন্ত বয়সে ওদের পুষ্টিকর খাবার দরকার। তাছাড়া এইসময় ওরা খেলাধূলা, ব্যায়াম ও বিভিন্ন পরিশ্রম করে ফলে ওদের খাদ্যের চাহিদাও বেড়ে যায়। আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে যারা উন্নত তাদের খুব একটা অসুবিধা হয় না। কিন্তু পিছিয়ে পড়া জনসমষ্টি ছেলে মেয়েদের পুষ্টিকর খাবারের স্বভাব কিছুটা থেকেই যায়। তাদের অপুষ্টিটা সাধারণত চোখে পড়ে না কিন্তু তারা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকে। ধনী, গরিব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবারই এই বয়সে আসে একটা বিরাট পরিবর্তন। সেটা শারীরিক হোক বা মানসিকই হোক। শরীরে আসে নানা পরিবর্তন। মনে জাগে নানা প্রশ্ন যার সঠিক উত্তর কারও পায় না। যারা বয়স্ক তাদের কাছে লজ্জায় কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না আবার বয়স্করাও তাদের সঙ্গেসহজ হতে পারে বা মিশতে পারে না। ফলে তাদের মনেও জাগে নানা প্রশ্ন যার উত্তর হাতের কাছে পায় না। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা টেলিভিশন ওদের বিভ্রান্ত করে, অবাস্তব জগতের দিকে ওদের আকর্ষণ করে। একদিকে বাড়িতে মা বাবা বা পরিবারের অন্যদের প্রভাব—অন্যদিকেবন্ধু বান্ধব বা বাইরের জগতের প্রভাব ওদের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। জীবনের এই সময়টা সমুদ্রে ঝড়ে নৌকা বা জাহাজের মত। ঝড়ের মধ্যে নির্দিষ্ট গতি পথে এবং নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে দক্ষ নাবিক এবং র‍্যাডারের দরকার ঠিক তেমনি এই বয়সের ছেলেমেয়েদের ঠিক পথে চালানোর জন্য দক্ষ অভিভাবক দরকার। এর জন্য মা বাবা এবং বাড়ির বড়দের কৈশোরে শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে যে পরিবর্তন হয় তা জানা দরকার। এই পরিবর্তন এক সঙ্গে হয়না ধাপে ধাপে হয়।

এই বয়সে হঠাৎ শারীরিক বৃদ্ধিঘটে ফলে ওজন ও উচ্চতা বাড়ে। এই সময়ে ছেলেদের গোফ দেখা দেয় ও মেয়েদের স্তন বড় হতে থাকে। যৌনাঙ্গে চুল উঠতে শুরু করে এবং মুখে ব্রণ দেখা দেয়। মেয়েদের রজঃস্রাব হয় এবং ছেলেদের অণ্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গ বড় হতে থাকে। এই সময়ে খুব আত্মসচেতন হয়ে যায়, ওদের মধ্যেও খুব ভাবাবেগ দেখা যায়। পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে খুব সচেতন হয়ে পড়ে। নিজের পছন্দ মত পোশাক পরিচ্ছদ কিনতে চায় বা পড়তে চায়। সব সময় বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাফেরা, সন্ধ্যার অনেক পরে বাড়ি ফেরা ইত্যাদি স্বাভাবিক আচরণের মধ্যেই গণ্য করে। মা বাবার কর্তৃত্বকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চায় না। ঘন ঘন চুলের স্টাইল পাল্টায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সিগারেট ও মাদক দ্রব্য সেবনে আকৃষ্ট হয়। তর্ক করতে ভালবাসে এবং নিজের চিন্তা ভাবনাকে সঠিক মনে করে এবং অন্যের উপর চাপাতে চেষ্টা করে।

এইসব পরিবর্তনে মা বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েন অনেক সময় বিরক্ত বা রাগান্বিত হন সন্তানের নিজের আধিপত্য বহাল রাখার জন্য চেষ্টা করেন। ফলে সন্তানের সঙ্গে মা বাবার একটা দ্বন্দ্ব বা খিটখিটে হয়ে যায়। কিন্তু মা বাবা যদি সন্তানের কৈশোর বয়সের পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন থাকেন তাহলে এতটা সমস্যা হয় না। তাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে, সংবেদনশীল হতে হয় এবং একদিকে অভিভাবক অন্য দিকে বন্ধুর ভূমিকা নিতে হবে। এই যে কৈশোরের পরিবর্তন সেটা চিরস্থায়ী হয় না, আস্তে আস্তে ওদেরও মনের পরিবর্তন হয় এবং পরিবারের রীতি নীতি ঐতিহ্য রক্ষা করে চলার চেষ্টা করে এবং বাইরের জগতের পরিবর্তনের সঙ্গেও সামঞ্জস্য রেখে চলতে চেষ্টা করে এবং এমন একটা সময় আগে যখন মা বাবা সন্তানের সফলতায় গর্ববোধ করে।

কিশোর বয়সের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ড্রাগের নেশা। এর প্রথম কারণ সামাজিক অস্থিরতা, পারিবারিক অশান্তি, বয়সের উত্তেজনা, অভাব, বেকারত্ব, বাস্তবতা এড়িয়ে চলার প্রবণতা, মিডিয়ার প্রভাব ইত্যাদি।

ড্রাগের প্রভাবে ওদের মধ্যে একটা অবসাদ দেখা দেয়। পড়াশোনায় মন দিতে পারে না। স্কুলে খারাপ ফল করা, পুরনো বন্ধু এবং বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে নেশাগ্রস্তদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, টাকার জন্য বিশেষ করে যার উপর চাপ বা ঝগড়া করা ইত্যাদি। নেশার জন্য বিভিন্ন জিনিস ব্যবহৃত হয়। যারা নেশাগ্রস্ত তারা নেশা করার জন্য কোথায় কি জিনিস পাওয়া যায় তার সঠিক খবর রাখে এবং নেশাগ্রস্তদের একটি দলও ঠিক হয়ে যায়। মা বাবা যদি প্রথম থেকেই সচেতন থাকেন তবে এমনটাও হওয়ার কথা নয়। তবে সন্তান যদি নেশাগ্রস্ত হয়েই পড়ে তার যে চিকিৎসা নেই তা নয়। মা বাবার ভেঙে পড়লে চলবে না।

একদিকে যেমন সন্তানের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে হবে পাশাপাশি চিকিৎসকেরও পরামর্শ নিতে হবে।

ইদানীং এই বয়সের আরেকটি বড় সমস্যা হল মোটা হয়ে যাওয়া বা যাকে আমরা বলি। ওদের বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী ওজন বেশি হয়ে যায় এবং এর প্রধান কারণ অত্যধিক মেদ বা ফ্যাট। এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে মূল কারণ হল ত্রুটিযুক্ত খাদ্যাভাস এবং দৈহিক পরিশ্রমের অভাব। আজকাল স্কুলের পড়াশুনার চাপ তদুপরি প্রাইভেট টিউসন সব কিছু মিলিয়ে আজকাল ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার সময়ই থাকে না। তাছাড়া বাড়িতে টেলিভিশনের একটা প্রভাব আছে। এই মেদ বহুল শরীরের জন্য ওদের মনের উপরও একটা চাপ পরে। তাদের স্তনের জায়গাটি মেদ জমে বড় হয়ে যায়, পুরুষাঙ্গটি খুব ছোট মনে হয়। ওরা পরিশ্রমও করতে পারে না, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ভালভাবে মিশতেও পারে না, ফলে অনেকটা ঘরকোণে হয়ে যায়। এইসব ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সে রক্ত চাপ বেড়ে যায়, হার্টের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় এবং ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই এব্যাপারেও মা বাবাদের সচেতন হতে হবে। খেলাধূলার সুযোগ দিতে হবে পাশাপাশি খাদ্যাভাসের পরিবর্তন করতে হবে। খাবারে বেশি করে শাকসবজি দিতে হবে। তৈলাক্ত খাবার, মাংস ডিম ইত্যাদি কম দিতে হবে। কৈশোর জীবন অত্যন্ত সংবেদনশীল, অনুভূতিশীল। এই সময়টা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় সন্তানকে ঠিকমত চালানোর দায়িত্ব মা বাবাদের। সবাই যে খুব মেধাবী হবে তা নয়। তারা যাতে একটি আদর্শকে সামনে রেখে সঠিক এগিয়ে যেচে পারে তার জন্য মা বাবার দায়িত্ব অপরিসীম।

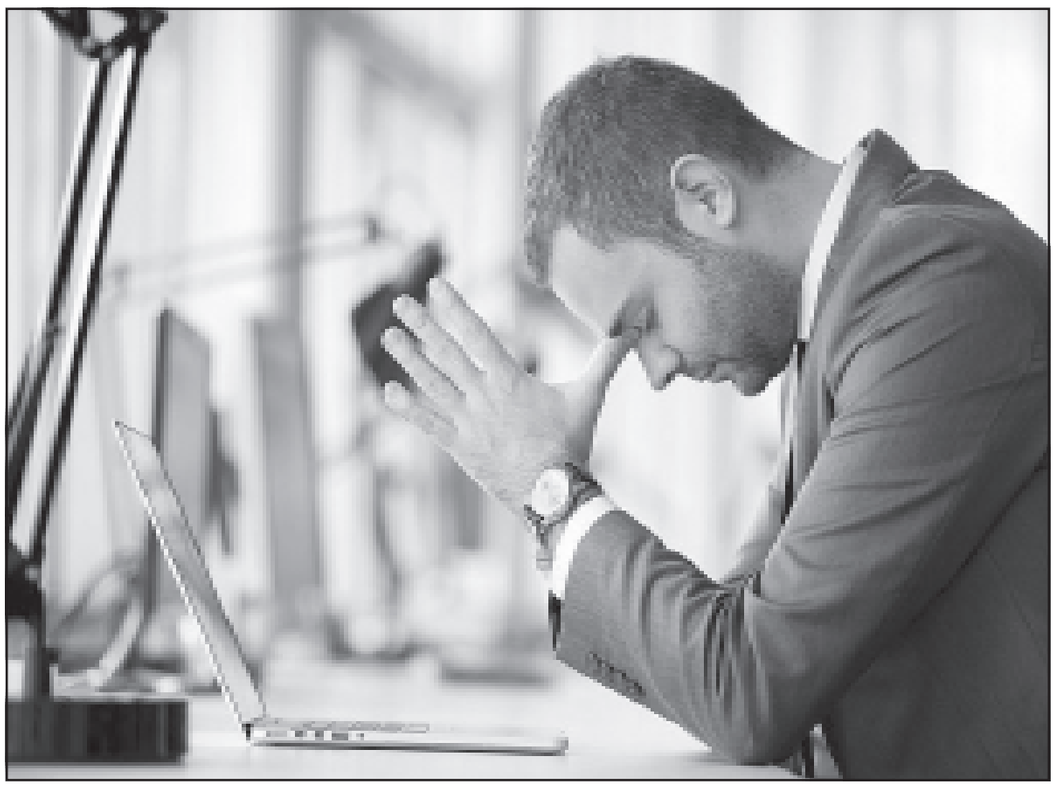

শনিবার আগরতলায় রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন। নিজস্ব ছবি।

কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

সুন্দরগড়, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রকে তীব্র কটাক্ষ করে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওডিশার সুন্দরগড়ে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দলীয় কর্মীদের ঘাম, রক্তের মাধ্যমে বিজেপি গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে কিছু দল রয়েছে (কংগ্রেস) যারা পরিবারতন্ত্র এবং টাকা দিয়ে নির্মিত হয়েছে। কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে।

শনিবার প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু দল রয়েছে যারা পরিবারতন্ত্র এবং টাকা ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকের দলীয় কর্মীদের ঘাম ও রক্তের বিনিময় ভিত্তি তৈরি হয়েছে বিজেপির। দেশের জন্য নিরলস ভাবে পরিশ্রম করেই ক্ষান্ত থাকে বিজেপি কর্মীরা। তারা দেশের জন্য প্রাণও দিয়েছে। কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তবু না দমে দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করে চলেছে বিজেপিকর্মীরা।

কেন্দ্রীয় প্রকল্প ওডিশায় সঠিক ভাবে রূপায়ণ না করার জন্য বিজু জনতা দল (বিজেডি)-কে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেডির উদ্দেশ্য ভাল নয়। যদি তাদের উদ্দেশ্য ভাল হত তবে আয়ুষ্মান ভারত থেকে উপকৃত হত রাজ্যের মানুষ। কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পেত।

কেন্দ্রীয় প্রকল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আগে থেকে বিবেচনা করে প্রকল্পগুলি রূপায়ন করা হয় কেন্দ্রে। বিজেপির উদ্দেশ্যও ইতিবাচক। আর সেই জন্যই গরিব, প্রান্তিক, বঞ্চিতের জন্য কাজ করে চলেছে বিজেপি। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং এয়ারস্ট্রাইক করার সাহস এনডিএ-র আগে কোনও দল করে দেখাতে পারেনি।

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের সাফল্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, গোটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিজেপি। যে সকল জায়গায় বিজেপি উপস্থিতি ভাবা যেত না, সেই সকল অঞ্চলে পৌঁছিয়ে গিয়েছে বিজেপি। আজ সেই সকল অঞ্চলে বিজেপি নিজের ডানা মেলে ধরেছে। বিশ্বের সর্ববৃহদ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিজেপি। কংগ্রেস এবং কংগ্রেস থেকে গড়ে ওঠা দলগুলির প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে উঠে এসেছে বিজেপি।

ওডিশার জন্য ২০১৯ সালের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, ওডিশায় লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন একই সঙ্গে হবে। ১১, ১৮, ২৩, ২৯ এপ্রিল চার দফায় ভোট হবে ওডিশায়। গণনা শুরু হবে ২৩ মে।

বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপি ফের লোকসভা নির্বাচনে জিতবে, দাবি জেটলির

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপি ফের লোকসভা নির্বাচনে জিতবে। শনিবার বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

এদিন রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরুণ জেটলি বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপি। বিপুল সংখ্যায় দলীয় কর্মীদের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং অমিত শাহের নেতৃত্বে ফের লোকসভা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসতে চলেছেন বিজেপি। অরুণ জেটলি আরও বলেন, ১৯৯৬ সাল থেকে একটি বা দুইটি নির্বাচন বাদ দিয়ে আর কখনও হারেনি বিজেপি। সংসদে বরাবরই বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বিজেপি।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ট্যুইট করে লিখেছেন, লেখেন, '৩৯ বছর আগে আজকের দিনেই সমাজসেবা এবং দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে বিজেপির জন্ম হয়েছিল। কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ। বিজেপি এখন ভারতের সব থেকে জনপ্রিয় দল। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিজেপি পরিবারের সকল সদস্যকে অভিনন্দন।

ভোটাধিকার কারও দয়ার দান নয়, ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করুন, কেশপুরে আবেদন বামেদের

কেশপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। শনিবার ঘাটাল লোকসভার কেশপুরে প্রথম প্রচার করলেন সিপিআই প্রার্থী তপন গাঙ্গুলি । দলের কর্মীদের নিয়ে প্রথমে সিপিআইএমের জোনাল কার্যালয়ে কর্মী বৈঠক করেন । পরে গুটি কয়েক লোক নিয়ে প্রচার পদযাত্রা করলেন কেশপুর বাজারে । লিফলেট বিলিয়ে বাম নেতাদের মানুষের কাছে আবেদন- ঙ্র'ভোটাধিকার কারও দয়ার দান নয় । ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করুন ।ঙ্র' শাসকদল তৃণমূলের ব্যাঙ্গ - ঙ্র'এটা ভুতের মুখে রাম নাম ।ঙ্র'

বামেদের রাজ্যের মধ্যে সবথেকে লাল দুর্গ বলা হতো পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরকে। যেখানে সমস্ত কিছু সিদ্ধান্ত নিত বামেরাই। লাল পতাকার উর্ধ উঠে সাধারণ মানুষ তো দূর , কোন বিরোধী রাজনৈতিক দলও নিজেদের কাজকর্ম করতে পারতেন না বলে অভিযোগ ছিল দীর্ঘ ৩৫ বছরে। বিরোধীদের একযোগে -ছয়ের পাতায় দেখুন

আমরাই জিতব, স্পষ্ট আশা আর আস্থা কংগ্রস প্রার্থী পিয়া রায়চৌধুরীর

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। "কে বলল পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের হাওয়া খারাপ? আমরাই জিতব এখানে। অন্তত এই কেন্দ্রে।" স্পষ্ট আশা আর আস্থা পিয়া রায়চৌধুরীর স্বরে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফায় ১১ এপ্রিল যে দুটি কেন্দ্রে ভোট হবে, তার অন্যতর কোচবিহার (তফঃ)। এই কেন্দ্রের প্রার্থী পিয়ার ব্যস্ততা তাই এখন তুঙ্গে। প্রধান দুই বিরোধী প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের এবং বিজেপি-র নীতিশ প্রামাণিককে নস্যাৎ করতে গিয়ে বলেন, "ওঁদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। নীতিশবাবু তো আচমকা ভোল পাল্টে গত ২৮ ডিসেম্বর দিল্লি গিয়ে বিজেপি-তে নাম লিখিয়ে টিকিট পেয়ে গেলেন। আর, তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে আসা পরেশ অধিকারী। ওরাই কিন্তু বাম আমলে তিনি মন্ত্রী থাকাকালীন লাগাতার আন্দোলন করেছে। আর, মেয়েকে পিছনের দরজা দিয়ে পরেশবাবু এমবিবিএস পাঠ্যক্রমে যেভাবে ঢুকিয়ে দিলেন, সবাই ছি ছি করছে! এর একটা প্রভাব পড়বে না ভোটযন্ত্রে? এদিকে, ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী গোবিন্দ রায়ের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। আড়াই মাস জেল খেটেছেন। তার চেয়ে বড় কথা উনি বহিরাগত।"

তা, আপনিও তো এক অর্থে ভূমিকন্যা নন। পিয়ার জবাব, "আমার জন্ম রায়গঞ্জে হলেও ১১ বছর ধরে এখানে আছি। এমএ, বিএড করেছি। এখন 'বড় মধুসূদন আরআর হাইস্কুল'-এর ভুগোল শিক্ষক।" ভোটে প্রার্থী হলেন এই প্রথম। জেলা যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পিয়া কোচবিহার জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী এবং এআইসিসি সদস্য। স্বামী বিশ্বজিৎ সরকার কংগ্রেসের সর্বক্ষণের কর্মী। পেশায় আইনজীবী ও ব্যবসায়ী।

কোচবিহার (তফঃ) লোকসভা কেন্দ্রটি মাথাভাঙা (তফঃ), কোচবিহার উত্তর, কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি (তফঃ), শিতাই (তফঃ), দিনহাটা ও নাটাবাড়ি এই সাত বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে। ১৯৫১ সালের প্রথম লোকসভা ভোটে এবং তার পর '৫৭, '৬৩ ও '৭১-এ এখানে লোকসভা ভোটে জেতেন কংগ্রেস প্রার্থী। আর, ১২ বার জেতেন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী। ২০১৪-তে প্রথম পালাবদল হয়। জেতেন তৃণমূল প্রার্থী। গতবার মোট ভোটার ছিল ১৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৯৪। এর মধ্যে ভোট দেন ১৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৪১৭।

এ বার তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন পার্থপ্রতিম রায়। ফরওয়ার্ড ব্লকের গোবিন্দ রায়। তফশিলি জাতি প্রায় ৪৯ শতাংশ। এ সব হিসাবই মাথায় রাখতে হচ্ছে পিয়াকে। সকাল আটটা থেকে তাই "হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে" ছুটে বেড়াচ্ছেন গরম উপেক্ষা করে।

কেন্দ্রের অধিকাংশ বিধানসভা কেন্দ্রে ক্ষমতায় রাজ্যের শাসক দল। এলাকায় ওঁদের উদয়ন গুহ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মত দাপুটে নেতারা আছেন। এর পাশাপাশি আছে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সেটা পিয়ার পরম প্রাপ্তিও বটে!

কারবি আংলঙে কংগ্রেস-সহ চার দল থেকে ছয় হাজার কর্মী-সমর্থকের বিজেপিতে যোগদান

হাফলং (অসম), ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কারবি আংলং জেলায় কংগ্রেস-সহ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এএসডিসি, এইচএসডিসি, কেএফডি দলে ব্যাপক ধস নেমেছে। এই চারটি রাজনৈতিক দল ছেড়ে প্রায় ছয় হাজার নেতা ও কর্মী বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। কারবি স্বশাসিত পরিষদের অধীনস্থ লুমবাজাং, সিংহাসন, ধনশিরি নির্বাচন কেন্দ্র এলাকার কংগ্রেস, এএসডিসি, এইচএসডিসি, কেএডিএফ-এর সঙ্গে সম্পর্কে ছিন্ন করে তাঁরা গেরুয়া দলে যোগদান করেন।

ডিফুতে রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন মন্ত্রী সুম রংহাং, কারবি স্বশাসিত পরিষদের সিইএম তুলিরাম রংহাং এবং বোকাজানের বিধায়ক ডা. নোমল মোমিন ও বিজেপি নেতা বিদ্যাসিং ইংলেঙের উপস্থিতিতে কংগ্রেস নেতা ধনসিং ক্রামসার নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন এই ছয় হাজার সদস্য। অসমের এই তিনটি পার্বত্য জেলায় কংগ্রেস প্রার্থী বীরেনসিং ইংতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া বইছে। তাছাড়া আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় লোকসভা নির্বাচনের আগে এই দলবদলের পালা অব্যাহত রয়েছে তিনটি পাহাড়ি জেলায়।

এদিকে শনিবার ডিফু লুরুংলাংসু খেলার মাঠে এক নির্বাচনি জনসভায় ডিফু আসনে বিজেপি প্রার্থী হরেনসিং বে-র হয়ে ভোট চাইলেন কারবি স্বশাসিত পরিষদের সিইএম তুলিরাম রংহাং। জনসভায় সিইএম ভাষণ প্রসঙ্গে বুথ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিজেপিকে জয়ী করতে জোরকদমে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান। পশ্চিম কারবি আংলং, কার্বি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলায় এবার পদ্ম ফোটাতে -ছয়ের পাতায় দেখুন

মুসলমনদের জন্য ইসলামিক ব্যাঙ্ক তৈরির প্রতিশ্রুতি দিলেন চন্দ্রবাবু

অমরাবতী, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। অন্ধ্রপ্রদেশে ফের ক্ষমতায় এলে মুসলমনদের জন্য ইসলামিক ব্যাঙ্ক তৈরি করবে চন্দ্রবাবু নাইডু। শনিবার দলীয় নেতাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠকে এমনই প্রতিশ্রুতি দিলেন টিডিপি সুপ্রিমো।

অন্ধ্রপ্রদেশে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। ফলে ক্ষমতায় ধরে রাখতে মরিয়া টিডিপি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে চন্দ্রবাবু নাইডু মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা দিতে ফের ক্ষমতায় এলে ইসলামিক ব্যাঙ্ক তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দেন। পাশাপাশি অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ১০,০০০ কোটি টাকা ব্যায় করে ব্যাঙ্ক তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নির্বাচন উপলক্ষ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যসচিবকে বদলি করে দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই প্রসঙ্গে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে চন্দ্রবাবু নাইডু বলেন, আমলাদের বদলি করে নির্বাচন জিততে পারবে না নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি তার বিরুদ্ধে অপব্যবহার করা হয়েছে এমন দাবি করে চন্দ্রবাবু বলেন, আগে তারা (কংগ্রেস) সিবিআই, ইডি, আইটি-কে অপব্যবহার করেছিল। আর এখন নির্বাচন কমিশনকে অপব্যবহার করা হয়েছে।

শনিবার আগরতলায় লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থণে প্রচারে কাউন্সিলর রত্না দত্ত। নিজস্ব ছবি।

প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী নয়, কাজে বিশ্বাসী : দীপক অধিকারী

পাঁশকুড়া, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। আমি প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী নয়, কাজে বিশ্বাসী।হয়তো অনেক কাজ করতে পারিনি কিন্তু দ্বিতীয়বার সাংসদ হয়ে সেই কাজ করব মানুষের জন্য। শনিবার পাঁশকুড়ার প্রতাপপুরে এক নির্বাচনী সভায় এসে একথা বলেন ঘাটাল লোকসভার তৃণমূলের প্রার্থী তথা অভিনেতা দেব ওরফে দীপক অধিকারী।

তিনি আরও বলেন, ঘাটালের সব থেকে বড় সমস্যা "ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান" বাস্তবায়িত করা। আমি তার অনেক চেস্টা করেছি। প্রস্তাব পাশ হয়েছে কিন্তু অর্থ বরাদ্দ করেনি কেন্দ্রের মোদী সরকার। রাজ্যকে বঞ্চিত করছে কেন্দ্র।

আমাদের সরকার অর্থাৎ রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকার কৃষক থেকে সাধারন মানুষের কথা ভেবে একের পর এক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এলাকার উন্নয়ন করে চলেছে।রাজনীতি আমি ভালো বুঝি না। অভিনয় করে মনুষের মনে যেমন জায়গা পাই তেমনি মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কিছু কাজ করে তাদের পাশে থাকতে চাই। অভিনেতা দেব আর সাংসদ দেব আলাদা নয়। আমার অভিনয় ভালো লাগলে যেমন দর্শকরা খুশি হন তেমনি আমি সাংসদ হয়ে সাধারন মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে আমিও ভীষন খুশি হব।

এদিন ৮ থেকে ৮০ বয়সের মানুষের ঢ ছিল দেখার মত। দেবকে আর্শিবাদ করার জন্য ৮০ উর্দ এক বয়স্কা ঠাকুমা মঞ্চের নীচে বসে থাকতে দেখে মঞ্চ থেকে নেমে ঠাকুমাকে ধরে আদর করতে থাকে অভিনেতা দেব। ঠাকুমা দুহাত ভরে আর্শিবাদ -ছয়ের পাতায় দেখুন

পদস্থ পুলিশদের বদলি নিয়ে কমিশনকে প্রতিবাদ চিঠি মমতার

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের আগে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতা ও বিধাননগর পুলিশ কমিশনারকেঊ শুধু কলকাতা ও বিধাননগরের নগরপাল নয় আরও দুই জায়গার পুলিশ সুপারকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার রাতের দিকে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে কমিশন ঊ রাজ্যের পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের নির্বাচন কমিশনের বদলির নির্দেশে লিখিত প্রতিবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী একটি চিঠির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের বদলির নির্দেশে জানান ঊ এদিন চিঠির শুরুতে সৌজন্য বোধ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "শুরুতে আমি ভারতের সর্বোচ্চ নির্বাচন কমিশনকে আমার সর্বোচ্চ সম্মান জানাই। আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে ইসিআই ভারতে গণতন্ত্র সংরক্ষণের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে ঊ " এরপরেই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ওই চিঠিতে লেখা হয়, "খুব দুঃখের সাথে আমাকে এই চিঠি লিখতে হচ্ছেঊ আজ চারজন অভিজ্ঞ অফিসারকে তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে বদলি করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। এর বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি ঊ "

একই সাথে তিনি লেখেন, " কমিশনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত খামখেয়ালী, উদ্দেশ্যমূলক এবং পক্ষপাতমূলক" ঊ এরপর বিজেপির নাম উল্লেখ করে তিনি যোগ করেন, "আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, কমিশনের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের নির্দেশে নেওয়া হয়েছে। কয়েক দিন আগে, বিজেপি নেতারা প্রেসের কাছে বলেছিল যে, রাজ্যে পুলিশ প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তা শীঘ্রই ইসিআই দ্বারা নিয়োগ করা হবে"ঊ ওই চিঠিতে আরও লেখা হয়, "গতকালই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি প্রার্থী একটি টিভি শোতে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি বাংলায় খারাপ এবং এ কারণে সাত দফা নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হয়েছে।এর পরই কমিশনের আদেশে পুলিশের ওই কর্মকর্তাদের বদলি করা হয়।এর ফলেই কমিশনের কাজের প্রতি সংশয় তৈরী হয় যে তাঁরা আদৌ নিজেদের আইন মেনে কাজ করছে নাকি বিজেপির কথা মত চলছে"ঊ

চিঠির পরবর্তী অংশে তিনি বলেন , "কলকাতা, বিধানানগরে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে। যাদের আজ বদলি করা হল সেইসব কর্মকর্তারা এলাকার অবৈধ মুদ্রা, স্বর্ণ, মদ এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কারবারীদের দক্ষতার সাথে পরাস্ত করেছে এবং গ্রেফতার করেছে।এই কর্মকর্তাদের অপসারণ ইসিআইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন তুলে দেয় যে, এই পদক্ষেপটি স্বার্থপর দল এবং তাদের রাজনৈতিক কর্তাদের প্রতি ঢাল হয়ে দাড়াচ্ছে কিনা"ঊ

এরপর মমতা অভিযোগ করে লেখেন, " যে দুজন পর্যবেক্ষকের নাম কমিশন ঘোষণা করেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে কি কমিশন দায়িত্ব নেবে? আইন এবং আদেশ একটি রাজ্যের বিষয়। তবুও রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা হয়নি। কর্মকর্তাদের নাম প্যানেলের খোঁজার নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। এই পদক্ষেপে রাজ্য সরকারকে এমন একটি অফিসারদের প্যানেল পাঠানো উচিত যারা সংশ্লিষ্ট এলাকাটি সম্পুর্ন চেনেঊ" সবশেষে তিনি লেখেন , "তাই আমি কমিশনকে তার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং কমিশনের নির্দেশে কীভাবে এবং কার নির্দেশনার অধীনে কর্মকর্তাদের স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা তদন্তের অনুরোধ জানাচ্ছি"।

মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে থাকা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর সরকারিভাবে এদিন দুপুরে এই চিঠি প্রকাশ করলেও প্রশ্ন উঠেছে কেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁরা সরকারি প্যাড ব্যবহার করলেন নাঊ এই বিষয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর অবশ্য নিরুত্তরই থেকেছে।

যোধপুরপার্ক কান্ড : বৃদ্ধার লিখে যাওয়া সূত্র ধরে খুনের কিনারা

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। মৃতা তাঁর হত্যাকারীর নাম মৃত্যুর পূর্বেই লিখে গিয়েছিলেন একটি খাতায়ঊ আর সেই সুত্র ধরেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করল লেক থানার পুলিশঊঅনেকটা যেন গোয়েন্দা সিনেমার মতই প্রেক্ষাপটঊ তবে কোনও সিনেমা নয়, এই ঘটনা যোধপুর পার্কের বৃদ্ধা খুনেরঊ বৃদ্ধা শ্যামলী ঘোষের (৭৪) ওই লেখা ধরেই স্বপন মন্ডল,সঞ্জীব দাস নামে ফ্ল্যাটের মালি ও নৈশপ্রহরীকে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

শুক্রবার যোধপুর পার্কের বহুতল থেকে শ্যামলী ঘোষ নামে ওই বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার হওয়ার পরই ঘটনার সঙ্গে বৃদ্ধার পরিচিতরা জড়িত রয়েছে বলেই প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করেন আধিকারিকরা। এর পরেই তদন্তকারীরা ওই ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে উদ্ধার করেন একটি ডায়রিঊ নিয়মিত ডায়রি লিখতে নিহত বৃদ্ধা ।পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ডায়রিতেই নিজের প্রাণহানির আশঙ্কার কথা লিখে রেখেছিলেন বৃদ্ধা । তাঁর পরিচিত বেশ কয়েকজনই যে তাঁকে খুনের চেষ্টা করছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি ওই ডায়রিতে। ফ্ল্যাটের মালি, নিরাপত্তারক্ষী-সহ বেশ কয়েকজনের নাম সন্দেহ তালিকায় উল্লেখ করে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা। ডায়েরি থেকে পাওয়া সূত্রের ভিত্তিতেই পুলিশ ফ্ল্যাটের মালিকে আটক করে।

লেক থানার পুলিশ শনিবার জানায়, ধৃতরা জেরায় খুনের কথা স্বীকার করে বলেছে, গত মঙ্গলবার সকালে শ্যামলীর ফ্ল্যাটের দরজায় টোকা মারলে তিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন। কারণ প্রায়ই পুজোর ফুল দিতে তারা ওই ফ্ল্যাটে যেত। ওই দিন দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। তারপর স্বপন রান্নাঘরে ঢুকে সাঁড়াশি এনে তা দিয়ে শ্যামলীর মাথায় আঘাত করতে থাকে। শারীরিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল থাকায় সেভাবে বাধা দিতে পারেননি তিনি। এরপর স্বপন এবং সঞ্জীব ওই বৃদ্ধাকে বাথরুমের সামনে ঠেলে ফেলে খাটের উপর থেকে তাঁরই একটি ওড়না নিয়ে গিয়ে তাঁর গলায় পেঁচিয়ে এবং বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করে। এরপর তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে বুঝতে সেখানেই কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করেছিল। তারপর অটোমেটিক লক থাকা দরজা বাইরে দিয়ে টেনে বন্ধ করে দিয়ে নিচে নেমে যায় দুজন। এটাকে পূর্ব পরিকল্পিত খুন বলেই মনে করছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা।

পুলিশ সুত্রে খবর, ধৃতরা জানিয়েছে সম্পত্তির লোভে বৃদ্ধার এক অত্যন্ত পরিচিতের নির্দেশেই তারা ওই -ছয়ের পাতায় দেখুন

দিব্যাঙ্গজন ভোটারদের জন্য নির্বাচন কমিশনের বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনে দিব্যাঙ্গজন ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যাতে কোনও ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে না হয় সেজন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের সুবিধার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে তার মধ্যেই ওয়েটিং শেড-এ বসার জন্য চেয়ার বা বেঞ্চ থাকবে যাতে বিশেষ করে দিব্যাঙ্গজন ভোটাররা বসবেন। যেখানে হুইল চেয়ার পাওয়া যাবে সেখানে বেশি সংখ্যক হুইল চেয়ার রাখার জন্যও জেলাশাসকদের বলা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের (সি ই ও) অফিসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণীকান্তি এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তিনি জানান, ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে আজ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করা হয়েছে। এতে দিব্যাঙ্গজন ভোটারদের (পি ডব্লিউ ডি) ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যাতে কোনও ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে না হয় তার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, বৈঠকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত সচিবও উপস্থিত ছিলেন। তাকে এই নির্বাচনের একসেসিবিলিটি অবজারভার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তিনি সিপাহীজলা জেলার ৬০ শতাংশের মতো ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা খতিয়ে দেখেছেন। সি ই ও জানান, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরকেও হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করার জন্য বলা হয়েছে। তিনি জানান, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে র‍্যাম্প, পানীয় জল, ওয়েটিং শেড-এর মতো বিভিন্ন সুবিধার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাম্পতিক ঝড়বৃষ্টিতে কোনও ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা অবিলম্বে মেরামত করার জন্য জেলাশাসকদের বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, এবার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের তিন ধরনের লাইন থাকবে। পুরুষ, মহিলাদের পাশাপাশি দিব্যাঙ্গজন ও বয়স্কদের জন্য প'থক কিউ থাকবে। ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে দিব্যাঙ্গজন এবং বয়স্ক ভোটাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এছাড়া মহিলা ভোটারদের যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে কোনও সমস্যার মুখে পড়তে না হয় সেজন্য ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের পর একের পর এক দু'জন মহিলাকে ভোটকেন্দ্রে ঢোকার সুযোগ করে দেওয়া হবে। সি ই ও জানান, দৃষ্টিহীন ভোটারদের যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে কোনও সমস্যার মুখে পড়তে না হয় সেজন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে বেইল পদ্ধতির ব্যালট থাকবে। তিনি জানান, পাঁচটি এমন বিশেষ স্কুল আছে যেখানে দিব্যাঙ্গজন ভোটারের সংখ্যা বেশি। এই জায়গাগুলিতে ভোটারদের সুবিধার জন্য আগামী দুই-তিনদিনের মধ্যেই ই ভি এম-এর প্রদর্শন করা হবে।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণীকান্তি জানান, রাজ্যে অবস্থানরত স্পেশাল পুলিশ অবজারভার আজ অবজারভারদের সঙ্গে রিভিউ মিটিং করেছেন। এর পর তিনি বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং রাজ্য পুলিশের ডি জি-র সঙ্গেও বৈঠক করে সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচন যাতে সম্পন্ন হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের বিশেষ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক প্রমথ রঞ্জন ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ঊষাজেন মগও উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৪৪৫টি ওয়ারেন্ট কার্যকর করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। নির্বাচন ঘোষণার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগে এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন থানায় ৪৭টি মামলা নেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৭ জনকে। আজ সন্ধ্যায় রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ আই জি (আইন শৃঙ্খলা) সুব্রত চক্রবর্তী এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, গতকাল রাজ্যের বিভিন্ন থানায় আরও পঞ্চাশটি ওয়ারেন্ট কার্যকর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১০ মার্চ নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৪৪৫টি ওয়ারেন্ট কার্যকর করা হয়েছে।

পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবীতে সাব্রুমে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। বিশুদ্ধ পানীয় জল ও বিদ্যুৎ এর দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলো তৈকর্ম এলাকাবাসী। জানা গেছে, শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত তৈকর্ম এলাকায় বিগত ৭দিন ধরে বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবা বন্ধ হয়ে আছে। এবিষয়ে দপ্তরকে জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই শনিবার সকাল থেকেই মনপাথর বাজার সংলগ্ন এলাকায় আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দেয় এলাকাবাসীরা। এদিকে পথ অবরোধের খবর পেয়ে ''ঘটনাস্থলে ছুটে যান এডিসানাল এস ডি এম জীবনকৃষ্ণ আচার্য্যি। তাছাড়া ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন, শান্তিরবাজার পুলিশের এস ডি পিও নির্দেশ দেব ও শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে এডিসানাল এস ডি এম জীবনকৃষ্ণ আচার্যি। তাছাড়া ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন, শান্তিরবাজার পুলিশের এস ডি পিও নির্দেশ দেব ও শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং সমস্যার কথা শোনেন। দীর্ঘ ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট অবরোধ চলার পর শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহার প্রতিশ্রুতিতে জাতীয় সড়ক অবরোধমুক্ত করেন এলাকাবাসী। অবরোধ তুলে নেওয়ার পর সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে সত্যব্রত সাহা জানান, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হবে। তাছাড়া তিনি আরও জানান, শনিবার থেকেই গাড়ি করে ঐ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে।

জোলাইবাড়িতে ৩ জুয়ারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল।। বাইখোড়ায় তিন জুয়ারি গ্রেপ্তার। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি এলাকা থেকে ৩ জুয়ারিকে গ্রেপ্তার করে বাইখোড়া থানার পুলিশ। জানা গেছে, দীর্ঘ দিন ধরে ঐ এলাকায় তীর জুয়া ও নানান অসামাজিক কাজ চলে আসছিল। এই ব্যাপারে এলাকাবাসী জোলাইবাড়ি ফাঁড়ি থানায় খবর দিয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি জোলাইবাড়ি ফাঁড়ি থানার পুলিশ এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। তবে বৃহস্পতিবার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে বাইখোড়া থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি এলাকা থেকে ৩ জুয়ারিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম হল সমীর নম: (৪২), সঞ্জয় দত্ত (৩৯) এবং গৌতম সরকার (৪৫)। জানা গেছে, এই তিন জনের মধ্যে গৌতম সরকার সরকারী চাকুরীর কর্মরত অবস্থায় আছে। বাইখোড়া থানার পুলিশ নগদ টাকা সহ ''এই তিন অভিযুক্তকে থানায় আসে। যদিও পরবর্তী সময়ে ৩ অভিযুক্তকে ছেড়ে দেয় বাইখোড়া থানার পুলিশ বলে জানা গেছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর।।** নগদ সম্পত্তি ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। শুধু তাই নয়, কলকাতার নিউটাউনে ৩২২৯ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করেছেন শংকর প্রসাদ দত্ত। যার মূল্য ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। ৫ বছরে তাঁর এই সম্পত্তি বৃদ্ধি সন্দেহজনক দাবি করে নবেন্দু ভট্টাচার্য্য ইডি তদন্ত হোক চেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর।।** বিপ্লব কুমার দেব তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন। দুপুর দেড়টা নাগাদ নরেন্দ্র মোদি জনসভায় ভাষণ রাখবেন। এদিনই তিনি রাজ্য থেকে ফিরে যাবেন।

বিপ্লব দেব

● **প্রথম পাতার পর।।** ত্রিপুরার মানুষকে বঞ্চিত করে রেখে ছিল এই হল সিপিআইএম দল এবং কংগ্রেস দলের ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস ভারতীয় জনতা পার্টির দলের নরেন্দ্র মোদি হল সর্বকালের সর্বসেরা প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে দেশের আইকন বলে ও পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানোর জন্য রাজ্যের দুটি আসন বিপুল ভোটের ব্যবধানে উপহার দিতে কদমতলা বাসীর নিকট অনুরোধ করেন। এদিকে, তিনি ৫৪নং কদমতলা-কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার দের উদ্দেশ্যে বলেন বিগত বিধান সভা নির্বাচনে টিংকু রায়কে ভোট না দিয়ে যে ঐতিহাসিক ভুল করেছে তার যেন পুনরাবৃত্তি না করেন।পাশাপাশি সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিয়ে সিপিএম যে ঘৃন্য রাজনীতি করেছে তার ও তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর কোনো মুসলিম মানুষের উপর আঘাত হয়নি। তিনি রাজ্য থেকে কেন্দ্র সকল কংগ্রেসী নেতাদের আক্রমণ করে বলেন, এই দলটা পরিবার তন্ত্রে পরিনত হয়েছে ,তাছাড়া অন্যান্য সবকটি আঞ্চলিক দলেরও একই অবস্থা।সেই জায়গায় একমাত্র বিকল্প বিজেপি। যারা দলতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়।এদিকে, তিনি রাজ্যের উন্নয়নের চিত্র টেনে বলেন,একবছরে যা হয়েছে সিপিএম কুড়ি বছরেও তা করে দেখাতে পারেনি।উল্টো তেরোশ কোটি টাকার ঘাটতি দিয়ে গেছে বিপ্লব বাবুর ঘাড়ে।বর্তমানে রেশন দোকানের মাধ্যমে বিভিন্ন পন্য সমগ্রী প্রধান করা হচ্ছে এটাই রাজ্যের উন্নয়ন বলেন তিনি।অন্যদিকে, আজকের এই নির্বাচনী সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্তিত ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি টিংকু রায়,ডেপুটি স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন,জেলা সভাপতি ভবতোষ দাস, সম্পাদক ও মন্ডলের নেতৃত্বরা।আজকের এই নির্বাচনী জনসভায় হাজার হাজার দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্তিতি ছিল লক্ষনীয়।

প্যাটেল

সাতের পাতার পর।। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এক্সিকিউটিভ প্যানেলে এই পদের প্রফুল্ল প্যাটেলের সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলেন আরও ৮ জন। তবে ২০১৭ দেশের মাটিতে সাফল্যের সঙ্গে অনুর্ধ-১৭ বিশ্বকাপ আয়োজন কিংবা ২০২০ মহিলাদের অনুর্ধ-১৭ বিশ্বকাপ দেশের মাটিতে আয়োজন করার বিষয়ে ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বভাবিকভাবেই বিষয়গুলি তাঁকে সাম্মানিক এই পদের জন্য বেশ কিছুটা এগিয়ে রেখেছিল।

প্যাটেল বর্তমানে এএফসি-র ভাইস-প্রেসিডেন্ট রয়েছেন। ফিফা কাউন্সিলে যাওয়ার জন্য এএফসি ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচনে লড়তে চান না প্যাটেল। ফিফা একজিকিউটিভ কাউন্সিলে ৩৭ জন সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে এএফসি থেকে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং ছ'জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। প্রফুল্ল প্যাটেল ছাড়া বাকি সত জনকে বেছে নেওয়া হবে চিন, ইরান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন্স, কাতার ও সৌদি আরবের মধ্যে থেকে।

অধীকারী

পাঁচের পাতার পর।। করেন দেবকে। এদিনের সভার দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র, পাঁশকুড়া পুর্সভার চেয়ারম্যান নন্দ মিশ্র সহ অন্যান্যরা।

চেয়ারম্যান

তিনের পাতার পর।। পার্টি। তবে দলের মধ্যে যাদের রওশন এরশাদপন্থী হিসেবে পরিচিত রয়েছে তাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলে এবিষয়ে তারা কোনো মন্তব্য করতে রাজী হননি।

সন্তানের

তিনের পাতার পর।। যায়। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হাবুরাম বর্মন জানান, শিশুটিকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়। পরে সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই মৃত্যু হয় শিশুটির। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

যোগদান

পাঁচের পাতার পর।। এবং অসমের ১৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে তিনটি পাহাড়ি জেলাকে নিয়ে গঠিত ৩ নম্বর ডিফু তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত আসনে বিজেপি প্রার্থী রেকর্ড সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হতে পারেন এই লক্ষ্যে বিজেপির সব নেতা কর্মীদের কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান সিইএম তুলিরাম রংহাং।

নির্বাচনি জনসভায় কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ এবং অসমের এই তিন পাহাড়ি জেলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিফু লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী হরেনসিং বে-কে বিপুল ভোটে জয়ী করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান রাজ্যের মন্ত্রী সুম রংহাং, বিধায়ক ডী. নোমল মোমিন এবং বিদ্যাসিং ইংলেং।

এদিকে নির্বাচনের মুখে পশ্চিম কারবি আংলং, কারবি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলায় ফ্লাইয়িং স্কোয়াড এবং সার্ভিল্যান্স টিম ব্যাপক তৎপর রয়েছে। ভোটের মুখে যাতে অর্থ দিয়ে কোনও ভোটারকে কেউ প্রভাবিত করতে না পারে এ নিয়ে ফ্লাইয়িং স্কোয়াড সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

বামেদের

পাঁচের পাতার পর।। সাধারণ অভিযোগ ছিল -সি পি আই এম কোথাও স্বাভাবিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিচ্ছে না মানুষকে। বিরোধী এজেন্ট কেও বসতে দিচ্ছে না। সাধারণ মানুষ সিপিএমকে ভোট দিয়েছে কিনা সেটাও ভোট দিয়ে বেরিয়ে নিশ্চিত করতে হতো নেতাদের কাছে। অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে তটস্থ থাকতে হতো কেশপুর এলাকার মানুষদের।

২০১১ এর পর সেই পরিস্থিতি পুরো উল্টে যায়। সিপিআইএমের রামেশ্বর দোলুই কোনও ভাবে জয়লাভ করলেও পুরোপুরি কর্তৃত্ব চলে যায় তৃণমূলের হতে। ২০১৬ সালে সিপিআইএমের প্রার্থীকে হারিয়ে জয়লাভ করে তৃণমূলের শিউলি সাহা। এরপর কোন নির্বাচনে বামেরা আর মাথা তুলতে পারেনি কেশপুরে।বর্তমানে সেই বামেদের চেহারা কেশপুর কঙ্কালসার একেবারে ।

শনিবার ঘাটাল লোকসভার সিপিআই প্রার্থী তপন গাঙ্গুলি প্রথম প্রচারে বেরিয়ে শ-দেড়েক কর্মীদের নিয়ে জামশেদ ভবনের হল এর মধ্যে ঘন্টাখানেক মতো বৈঠক করেন। কিভাবে কেশপুরে প্রচার করবে কর্মীরা তা নিয়ে বেশ কিছু কর্মসূচি গৃহীত হয়। কেশপুরের একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা ইন্তাজ আলী, বর্তমানের সিপিআইএমের জেলা সভাপতি তরুণ রায়, প্রাক্তন বিধায়ক রামেশ্বর দোলুই সহ অন্যান্যদের নিয়েই এই বৈঠকটি চলে। বৈঠকের পরে কেশপুর বাজারে প্রচারে বের হন পদযাত্রা করে। দেখা যায় বৈঠকে থাকা কর্মীদেরও অনেকেই এই পদযাত্রায় নেই। গুটিকয়েক লোক নিয়ে কেশপুর বাজারে ভোট প্রচার করতে করতে, লিফলেট বিলিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাম নেতারা। লিফলেটে কালো বোল্ড করে লেখা- ভোটাধিকার কারো দয়ার দান নয়, ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করুন । তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি বলেন - ওরা গত ৩৫ বছরের শাসন কালে কোনো মানুষকে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেয় নি । ভোট লুঠ করে , খুন, সন্ত্রাশ দ্বারা ক্ষমতায় ছিলো । আজ ওরাই বলছে অধিকারের কথা । এটা যেনো ভূতের মুখে রাম নাম ।

কিনারা

পাঁচের পাতার পর।। বৃদ্ধাকে খুন করেছে। যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাটের তিনতলায় একাই থাকতেন মৃতা শ্যামলী ঘোষ। বাড়ির কাজ নিজেই করতেন তিনি। আচমকাই গত বৃহস্পতিবার তাঁর ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। তাঁর ঘরের সঙ্গে যুক্ত শৌচালয়ের পাশ থেকে দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতার বোন বয়ানে পুলিশকে জানিয়েছেন, যে ফ্ল্যাটে তাঁর দিদি থাকতেন সেটি তাঁর বাবার নামে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় ধৃতরা দাবি করেছে, ফ্ল্যাট হাতানোর চক্রান্তেই তারা খুন করেছে। কিন্তু যেহেতু ফ্ল্যাটের মালিকানা মালি বা নৈশপ্রহরী পাবে না তাই এই হত্যার পিছনে বৃদ্ধার পরিচিতটি কে তা তদন্ত পূর্ণ হলেই জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

করিমগঞ্জের

তিনের পাতার পর।। জাগেনি। জেলার বিভিন্ন প্রত্যভন্ত অঞ্চলের একাংশ জনতা তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যযক্ত করে বলেন, নির্বাচন নিয়ে তাঁদের মনে অতিরিক্ত কোনও উৎসাহ নেই। শুধু নির্বাচন এলেই তাঁদের কথা মনে পড়ে। গরিব জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে পাঁচ বছর আরামে আয়েসে দিন কাটিয়ে দেন জনপ্রতিনিধিরা। ফের নির্বাচনের সময় এলেই গরিব জনতার কথা মনে পড়ে।

স্বাধীনতার থেকে জনতার ভোটে নির্বাচিত কোনও প্রতিনিধিই জনস্বার্থকে গুরুত্ব দেননি। জনগণের কথা বিবেচনা করে কোনও দলই ভালো লোককে প্রার্থী করে না। যাঁরা টিকিট পান তাঁরা কেউই জনগণের প্রত্যাশাকে কোনও দিনই মর্যাদা দেননি। এমনই অভিযোগ করেছেন গ্রাম-করিমগঞ্জের জনগণ। তাঁদের অভিযোগ, গণতন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবাধে লুটপাট ও দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়াই যেন তাঁদের মূল কর্তব্য। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতা, মন্ত্রী, প্রতিনিধিদের মনোভাব বা জনদরদ এখন আর কারও অজানা নয়। জনপ্রতিনিধিদের জনস্বার্থ-বিরোধী মনোভাব বিভিন্ন কেলেঙ্কারির মাধ্যরমে জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রকৃত জনদরদি ও সৎ ব্যাক্তির অভাবে আজ গণতন্ত্র কলুষিত। রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে জনগণের বিরূপ ধারণে আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। ভোটের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয় জনতার দুয়ারে। কিন্তু ভোট পর্ব শেষ হওয়ার পর অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবে রূপায়িত হয় না। জনপ্রতিনিধিরা পাঁচ বছর ডুমুরের ফুল হয়ে যান, তাঁদের দেখা পাওয়া মানুষের কাছে স্বপ্ন। কোনও বিশেষ কারণে জনগণের মুখোমুখি হন, জনপ্রতিনিধিরা একটি বারও ভাবেন না, জনগণই তাঁদের ক্ষমতা দিয়েছেন, জনগনের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব কর্তব্যপ রয়েছে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন না। জনগণের সেবা করতে তাঁরা দায়বদ্ধ। জনগণই সর্ব-ক্ষমতার মূল উৎস, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কারণ স্বাধীনতার পর থেকে শুধু ভোট প্রদান করেই আসছেন সাধারণ খেটে খাওয়া জনতা। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরও প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ থেকে বঞ্চিত গ্রাম-করিমগঞ্জের জনগণ। নির্বাচন আসে যায়, সরকারেরও পালাবদল হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল চাবিকাঠি যাঁদের হাতে তাঁরাই যুগ যুগ ধরে উপেক্ষিত। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে আদৌ কি গণতন্ত্র সফল? স্বাধীনতার সত্তর বছর পরও সাধারণ জনগণের মনে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন।

বড়সর

● **প্রথম পাতার পর।।** এরাজ্যে জনজাতিদের জন্য কাজ করবে। তাই তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্তত তিন হাজার আইপিএফটি সমর্থকদের নিয়ে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন। কংগ্রেস সূত্রে খবর, রবিবার অনন্ত দেববর্মা কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন। অবশ্য অনন্তবাবুও জানিয়েছেন, রবিবার রাজবাড়ীতে গিয়ে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবেন। অনন্ত দেববর্মার দলত্যাগে স্বাভাবিক ভাবেই আইপিএফটি অনেকটাই দূর্বল হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্যালেস

● **প্রথম পাতার পর।।** সেই অর্ঘ নাগের বাড়ি পুরোপুরি ছাই হয়ে গিয়েছে।
অর্ঘবাবুর ঘর ছিল টিনের চাল ও টিনের বেড়া দিয়ে তৈরি। ঘটনার সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। এর পাশে চারদিকে রয়েছে সুউচ্চ ফ্ল্যাট। আগুন এই ফ্ল্যাটগুলিতে ছড়িয়ে পড়লে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত বলে আশঙ্কা করেছিলেন দমকলের কর্মীরা।
এদিকে বাড়িতে কেউ না থাকায় অর্ঘ নাগের কোনও সামগ্রী বের করা সম্ভব হয়নি। সব পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সের অগ্নিনির্বাপক দফতরের ওসি প্রদীপকুমার দাস জানান, প্রাথমিক তদন্তে তাঁদের ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তিনি জানান, চারটি ইঞ্জিন নিয়ে দমসকল কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি বলেও জানান তিনি। আগুন লাগার ঘটনায় মুহূর্তে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রদ্যুতের

● **প্রথম পাতার পর।।** আসতেন ন মাধব বাড়ির ঘটনায় তারা চুপ কেন ন উপ নির্বাচনে বিজেপি গুন্ডারা আই পি এফ টির উপর হামলা করল ন তাতেও ওঁরা চুপ কেন ? তিনি বলেন আপনারা ভুল করে যদি বিজেপিকে ভোট দেন আর বিজেপি ক্ষমতায় আসে সিটিজেনশিপ বিল পাশ করবে ন দেশটা ধ্বংস হয়ে যাবে ন কংগ্রেস প্রার্থী প্রজ্ঞা দেব বর্মন বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন বিপ্লব দেব আমাকে বিজেপি প্রার্থী হওয়ার জন্য বলেছিলেন ন কিন্তু বিপ্লব দেবের এই কথায় রাজি হয়নি কারণ বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল ন সেখানে মাফিয়া এবং নেশা কারবারিদের আস্তানা ন তিনি বলেন বিজেপিকে প্রশ্ন করুন দেশে বছরে ১০ কোটি বেকারের চাকুরী কোথায় গেল ন মিস কলের চাকুরী কোথায় গেল ন রেগার মুজুরি ৩৪০ টাকা কোথায় গেল ন মোদী বিদেশ থেকে কালো টাকা এনে কাকে দিলেন ন নীরব মোদী নাকি আমিত শাহের ছেলেকে ন নিজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে দেশকে বাঁচাতে কংগ্রেসকে ভোট দিন ন এই জনসভার সভাপতি রণধীর দত্ত ন এই জনসভায় বিজেপি এবং আই পি এফ টি ছেড়ে ৪১ পরিবার কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ।

সীতারাম

● **প্রথম পাতার পর।।** আরোপ করলেন পলিটব্যুরোর সদস্য তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতা মানিক সরকার। শনিবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক নির্বাচনী সমাবেশে এ অভিমত ব্যক্ত করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সমাবেশে সিপিআইএম সর্বভারতীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। দেশের সংবিধান, মৌলিক অধিকার এবং গণতন্ত্র বাঁচাতে ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প শক্তিকে আরো জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেন আমাদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় কাজ হলো দেশকে রক্ষা করা। যেকোনো মূল্যে বিজেপি কে পরাস্ত করতে হবে। নীতিগত ও মতাদর্শগত দিক দিয়ে যারা ধর্মনিরপেক্ষ তাদের সঙ্গে নিয়েই বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। এবারের নির্বাচনে আর এস এস নিয়ন্ত্রিত ধনীদের স্বার্থ রক্ষাকারি এবং পরিবেশ ধ্বংসের জন্য দায়ী বিজেপিকে কোনভাবেই ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যাবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। শুধুমাত্র বিজেপি বিরোধী দলগুলি এ কথা বলছে না, সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্রমজীবী, শ্রমিক, দিন মজুর, ছাত্র-যুবক সহ সকল অংশের মানুষ এই বিষয়ে সওয়াল করছেন। বিজেপি সরকারকে ধনী বণিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারি বলে আখ্যায়িত করেন। ছোট মাঝারি ব্যবসায় দাও তাদেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেন মানিক সরকার। গত এক পক্ষকাল ধরে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই বিরোধী দলের নেতা কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি অভিযোগ আনেন। মানিক সরকার বলেন দেশের সামনে বড় বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র আক্রান্ত। ধর্মনিরপেক্ষ মৌলিক বৈশিষ্ট্য আক্রান্ত। অ সহিংসতার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করা যাচ্ছে না। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করলে দেশদ্রোহী তকমা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি দেশের বাইরে বের করা দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি বক্তব্যে উল্লেখ করেন। মানিকবাবু আরো বলেন ত্রিপুরার মানুষ সংলাপের ঐতিহ্যে ভরপুর। রাজ্যের মানুষ এসব সহ্য করবেন না। এবারের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসনেই বিজেপিকে পরাহত করে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে তিনি আশা করেন। তারা মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সংসদে কথা বলবেন বলে উল্লেখ করেন মানিক সরকার।

যোগী

আটের পাতার পর।। বিরিয়ানি খাওয়াতো, কিন্তু মোদী বন্দুকের গুলি খাওয়াচ্ছে বলে তিনি ভাষণে বলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল অন্য রাষ্ট্রের ভেতরে ঢুকে সন্ত্রাসবাদীদের হত্যা করেছিল। এখন ভারতবর্ষ তৃতীয় দেশ হিসেবে পরিগণিত হল যে দেশ অন্য রাষ্ট্রের ভেতরে ঢুকে সন্ত্রাসবাদীর ঘাটি ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

কংগ্রেস সরকারের আমলে দেশের অর্থনৈতিক ঘাটতির হার ১১ শতাংশ ছিল, গত পাঁচ বছরে মোদীর শাসনে ৬ শতাংশ হয়েছে এবং নির্বাচনের পর মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠন হলে দেশের আর্থিক ঘাটতি ৩ শতাংশে নেমে আসবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সভায় অসমের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা সরকারের উপলব্ধির কথা বলেন। তিনি প্রদ্যুত বরদলৈকে অন্ধকারের রাজা বলে আখ্যা দেন। মার্ঘেরিটাবাসী প্রদ্যুত গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ২৪,৬০০ ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। সেই হেরো প্রদ্যুতকে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের ভোটাররা কখনও গ্রহণ করবেন না বলে মন্তব্য করেন পীযূষ। বিজেপি প্রার্থী রূপক শর্মা বর্তমান নগাঁও সদর কেন্দ্রের নির্বাচিত বিধায়ক এবং প্রদ্যুত বরদলৈ কংগ্রেসের প্রত্যাখ্যিত প্রার্থী বলে অভিহিত করেন তিনি। সভায় স্থানীয় বিধায়ক শিলাদিত্য দেব, জেলা সভাপতি অর্জুন মজুমদারও ভাষণ দেন।

পাঞ্জাবকে হারিয়ে ফের শীর্ষে চেন্নাই

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল।। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবকে ২২ রানে হারিয়ে ফের আইপিএলের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে জায়গা করে নিল চেন্নাই সুপার কিংস। প্রথমে ব্যাট করা চেন্নাই নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান করে। জবাবে পুরো ওভার খেললেও ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রানের বেশি করতে পারেনি পাঞ্জাব।

চিপুকে এম চিদম্বরাম স্টেডিয়ামে ১৬১ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ওপেনার ক্রিস গেইলকে দ্রুতই হারায় পাঞ্জাব। হারভজন সিংয়ের বলে আউট হওয়ার আগে ৫ রান করেন ক্যারিবীয় দানব। দুই বল পরে একই ওভারে মায়াঙ্ক আগারওয়ালও (০) হারভজনের শিকার হয়ে মাঠ ছাড়েন।

তবে এরপর সরফরাজ খানের সঙ্গে ১১০ রানের জুটি গড়ে দলকে ভালো কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন ওপেনার লোকেশ রাহুল। কিন্তু কিছুটা ধীর গতির ব্যাট করা রাহুল স্কট কুগেলেইজেনের বলে আউট হন। ৪৭ বলে ৩টি চার ও একটি ছক্কায় ৫৫ করেন তিনি।

ডেভিড মিলার এসে দ্রুতই ফিরে যান। দীপক চাহারের বলে বোল্ড হন তিনি। সরফরাজ শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করলেও দলকে জেতাতে পারেননি। তিনি ৫৮ বলে ৪টি চার ও দুটি ছক্কায় ৬৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

চেন্নাই বোলারদের মধ্যে হারভজন ২টি এবং চাহার ও কুগেলেইজেন একটি করে উইকেট পান।

টসে জিতে এর আগে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চেন্নাইকে ভালো সূচনা এনে দেন দুই ওপেনার শেন ওয়াটসন ও ফাফ ডু প্লেসিস। দু'জনে মিলে ৭.২ ওভারে ৫৬ রান তোলেন। তবে ২৪ বলে ২৬ করে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বলে আউট হন ওয়াটসন।

ডু প্লেসিস অবশ্য ফিফটি তুলে নেন। ৩৮ বলে ২টি চার ও ৪টি ছক্কায় ৫৪ করে সেই অশ্বিনের বলেই ডেভিড মিলারকে ক্যাচ দেন তিনি। তবে ২০ বলে ১৭ রান করা সুরেশ রায়না অশ্বিনের তৃতীয় শিকার হওয়ার আগে নিজের ইনিংস বড় করতে পারেননি।

চতুর্থ উইকেট জুটিতে আম্বাতি রায়ডুকে সঙ্গে নিয়ে ৬০ রানের জুটি পার্টনারশিপ গড়ে দলকে ভালো সংগ্রহ এনে দেন মাহেন্দ্র সিং ধোনি। দলনেতা ২৩ বলে ৪টি চার ও একটি ছক্কায় ৩৭ রানে অপরাজিত থাকেন। আর ১৫ বলে ২১ রানের হার না মানা ইনিংস খেলেন রায়ডু।

পাঞ্জাব বোলারদের মধ্যে ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট পান অশ্বিন।

এ ম্যাচ শেষে ৫ ম্যাচে চার জয় ও একটি চারে ৮ পয়েন্ট নিয়ে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদকে হটিয়ে ফের শীর্ষে উঠে এলো চেন্নাই। তবে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে রাতের ম্যাচে হায়দ্রাবাদ জয় পেলে আবার শীর্ষে উঠে আসবে ওয়ার্নার-সাকিবরা।

কোহলির আনন্দের রেকর্ড উবে গেল লজ্জার রেকর্ডে

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল।। এবারের আইপিএলটা কোনোভাবেই যেন নিজের করে নিতে পারছেন না বিরাট কোহলি। একের পর এক হার তার নামের প্রতি সুবিচার করছে না। যেখানে একই ম্যাচে আইপিএলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার পরও, সেই ম্যাচেই টুর্নামেন্টটির সবচেয়ে বেশি খেলায় হেরে যাওয়া ক্রিকেটার হিসেবে লজ্জার রেকর্ডটি গড়লেন কোহলি।

শুক্রবারের ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর অধিনায়ক কোহলি ৪৯ বলে ৮৪ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। এই ইনিংস খেলার পথে ৬১ রান করে তিনি সুরেশ রায়নাকে পেছনে ফেলে আইপিএলের সর্বোচ্চ রানের মালিক হন। বর্তমানে কোহলির রান ৫ হাজার ১১০।

তবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে এই ম্যাচে ২০৫ রানের বিশাল সংগ্রহ গড়েও জয় পাওয়া হয়নি কোহলির নেতৃত্বে ব্যাঙ্গালুরুর। আন্দ্রে রাসেল ঝড়ে ৫ বল বাকি থাকতেই জয় তুলে নেয় শাহরুখ খানের মালিকানার কলকাতা। এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে সবকটিতেই হারতে হলো ব্যাঙ্গালুরুকে। আর আইপিএলের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৮৬ ম্যাচ হেরে বাজে রেকর্ড গড়লেন কোহলি।

এদিন আইপিএলের ৩৫তম হাফসেঞ্চুরি করা কোহলি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ৮ হাজার রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেন। এ তালিকায় তার ওপরে শুধুই চেন্নাই সুপার কিংসের রায়না।

এছাড়া কোহলি ও রায়না ওপরে মাত্র ৫ ব্যাটসম্যান রয়েছেন যারা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৮ হাজার বা তার বেশি রান করেছেন। এ তালিকায় ১২ হাজার ৪১৭ রান করা কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের ক্যারিবীয় দানব ক্রিস গেইল সবার ওপরে। তিনি আবার ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত এই ফরম্যাটে একমাত্র ব্যাটসম্যান যার দখলে

রয়েছে ১০ হাজার রান।

তালিকার পরের অবস্থানে রয়েছেন সাবেক নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ব্র্যান্ডন ম্যাককালাম (৯৯২২)। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলা আরেক ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকা কাইরন পোলার্ড ৯ হাজার ৬৩ রান করে তৃতীয়স্থানে রয়েছেন। পাকিস্তানের অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান শোয়েব মালিক ও সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার পরের দু'জন।

কোহলি আইপিএলে দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ৫ হাজার রান করলেও কম ম্যাচ খেলার দিক থেকে তিনি রায়নাকে পেছনে ফেলেছেন। এই মাইলফলকে পৌঁছাতে ভারতীয় অধিনায়কের লেগেছে ১৬৬ ম্যাচ ও ১৫৮ ইনিংস। আর রায়না ১৭৭ ম্যাচ ও ১৭৩ ইনিংসে ইতিহাসে নাম লেখান।

তবে এতকিছুর পরও কোহলির লজ্জার রেকর্ড থামেনি। নিজের ১৬৮তম আইপিএল খেলতে নামা এই তারকা ৮৬ ম্যাচে হেরে যান। ম্যাচটি যদি কোহলি জিততেন তবে, লজ্জার রেকর্ডটি অবশ্য হয়ে যেত বিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যান রবিন উথাপ্পার। তিনি এখন পর্যন্ত ৮৫ ম্যাচে হেরে তালিকার দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন।

এই তালিকায় তৃতীয়স্থানে আছেন কোহলির জাতীয় দলের সহকারী ও মুম্বাই অধিনায়ক রোহিত শর্মার দখলে। ৮১ ম্যাচে হেরেছেন তিনি। আর কলকাতার অধিনায়ক দীনেশ কার্তিক ৭৯ ম্যাচে হেরে চতুর্থস্থানে রয়েছেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের লেগস্পিনার অমিত শর্মা ও কোহলির ব্যাঙ্গালুরু সতীর্থ এবি ডি ভিলিয়ার্স তালিকার পরের অবস্থানগুলোতে রয়েছেন।

তবে মজার ব্যাপার কোহলি ছাড়া এই লজ্জার রেকর্ডে থাকা অন্য ক্রিকেটাররা সবাই অন্তত দুটি দলের হয়ে খেলেছেন। কেবল কোহলি-ই আইপিএলের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দ্বাদশ আসরে এই ব্যাঙ্গালুরুর হয়ে খেলছেন। এক সময় তরুণ ব্যাটসম্যান হিসেবে সূচনা করে এখন নেতৃত্বও দিচ্ছেন। তবে তার মতো এমন তারকার পাশে এই লজ্জার রেকর্ড বড়ই বেমানান।

রাসেল ঝড়ে কলকাতার আরও একটি জয়

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল।। পরাজয়ের বৃত্ত থেকে আর বের হয়ে আসা হলো না রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর। নিজেদের পঞ্চম ম্যাচেও হেরেছে কোহলির দলটি। ব্যাঙ্গালুরুকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

কলকাতা বললেও ভুল হবে, আসলে ব্যাঙ্গালুরু ম্যাচ হেরেছে আন্দ্রে রাসেলের কাছে। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৩ উইকেটে ২০৫ রান করে ব্যাঙ্গালুরু। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হারতে বসা ম্যাচটা 'রাসেল ঝড়'র কল্যাণে ৫ বল আর ৫ উইকেট হাতে রেখে সহজেই জয় তুলে নেয় কলকাতা।

২০৬ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে দলীয় ২৮ রানে ওপেনার সুনিল নারাইনের উইকেট হারায় কলকাতা। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ক্রিস লিন ও রবিন উথাপ্পা ৬৫ রান যোগ করলেও রান তোলার গতি ছিল কম। উথাপ্পা ৩৩ রান করে নেগির বলে আউট হন। এরপর দলীয় ১০৮ রানে লিন ৪৩ রান করে নেগির দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হয়।

এরপর ব্যাঙ্গালুরুর নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ধীরে ধীরে ম্যাচ থেকে ছিটকে যেতে থাকে কলকাতা। জয়ের জন্য ওভার প্রতি রানরেট ১৪ রানের উপরে চলে যায়। নিতিশ রানার ২৩ বলে ৩৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে কিছুটা জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখেন।

ম্যাচের বাকি গল্পটা রচনা করেন এক ক্যারিবিয়ান দানব। আন্দ্রে রাসেল ঝড়ে মুহূর্তেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ব্যাঙ্গালুরুর জয়ের আশা। রাসেল যখন ক্রিজে আসেন কলকাতার তখন জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৪ বলে ৬৬ রান। স্কোর বোর্ডে রান ৫ উইকেটে ১৫৩ রান।

১৩ বলের এক টর্নেডো ইনিংস খেলে ৪৮ রান করে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন রাসেল। ১৩ বলের এই ইনিংসে ছয়ের মার ছিল ৭টি। সাউদির করা ১৯ তম ওভারেই নেন ৫ বলে ২৮ রান। মূলত ঐ ওভারেই ম্যাচটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসেন রাসেল। ৫ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের সহজ জয় তুলে নেয় কলকাতা। ব্যাঙ্গালুরুর নেগি ও সাইনি ২টি করে উইকেট নেন।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ব্যাঙ্গালুরুকে ভাল সূচনা এনে দেন পার্থিব প্যাটেল ও বিরাট কোহলি। উদ্বোধনী জুটিতে ৬৪ রান আসে। ব্যক্তিগত ২৩ রান করে নিতিশ রানার বলে আউট হন পার্থিব।

এরপর দ্বিতীয় উইকেটে জুটিতে কলকাতার বোলারদের শাসন করেন দুই ব্যাটসম্যান কোহলি ও এবি ডিভিলিয়ার্স। তাদের ব্যাটে ভর করে বড় সংগ্রহের পথে এগিয়ে যায় ব্যাঙ্গালুরু। ১০৮ রান আসে কোহলি ও ডিভিলিয়ার্সের ব্যাট থেকে। দুজনেই তুলে নেন অর্ধ-শতক। সেঞ্চুরি মিস করেন কোহলি। ৪৯ বলে ৮৪ রান করে দলীয় ১৭২ রানে কুলদিপ যাদবের বলে আউট হন কোহলি।

ডিভিলিয়ার্স ৩২ বলে ৬৩ রান করে আউট হন। দলের রান তখন ১৮৫। এরপর মার্কাস স্টোইনিসের ১৩ বলে ২৮ রানের ঝড়ো ইনিংসের কল্যাণে ২০০ রান পার করে ব্যাঙ্গালুরু। ২০ ওভারে ব্যাঙ্গালুরুর সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩ উইকেটে ২০৫ রান। কলকাতার রানা, কুলদিপ যাদব ও নারাইন ১টি করে উইকেট নেন।

কলকাতার আন্দ্রে রাসেল ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। এই জয়ে ছয় পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

অলিম্পিকের সোনা জয়ের লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মেরি কম

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। অলিম্পিকের সোনার পদকের জন্যই আজও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী বক্সার মেরি কম। শনিবার কলকাতায় এসে তিনি বলেন, ' দেখুন আমার সব আছে, ওয়ার্লচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা, কমনওয়েলথে সোনা। অলিম্পিকেও পদক আছে। কিন্তু সোনার পদক নেই। ওটা পাওয়াই আমার চ্যালেঞ্জ। আর তার জন্যই আমি লড়াই করে যাচ্ছি।' ছয় বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়ান গেমসে সোনার পদকও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। শুধু অলিম্পিকে সোনার পদক নেই তাঁর। ৩৬ বছর বয়সেও জয়ের খিদে এতটুকু কমেনি।

মেরি আরও বলেন, ঙ্র'এই বছরটা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর। অক্টোবর-নভেম্বরে রাশিয়ায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ আছে। আর ওখানেই ২০২০ টোকিও অলিম্পিকের ছাড়পত্র আদায় করে নিতে হবে। আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব সেটা নিতে। ৫১ কেজি বিভাগে আমার লড়াই। যদি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ থেকে অলিম্পিকের ছাড়পত্র আদায় না করতে পারি তাহলেও একটা সুযোগ পাব ২০২০ সালের জুন-জুলাই মাসের যোগ্যতাপর্বের প্রতিযোগিতায়। কিন্তু রাশিয়াতেই টোকিওর টিকিট পাকা করতে মরিয়া মেরি। শনিবার একটি বেসরকারি সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডর হিসেবে কলকাতায় এসে তিনি জানান ভবিষ্যতে দেশকে আরও মেরি কম উপহার দিতে চান তিনি।

ফিফা'র একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হলেন প্রফুল্ল প্যাটেল

কুয়ালা লামপুর, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। অবশেষে ফিফা'র একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদ পেলেন ভারতের ফুটবল ফেডারেশন এআইএফএফ-র প্রেসিডেন্ট প্রফুল্ল প্যাটেল। শনিবার ফিফা'র দফতরে ৪৬ টি ভোটের মধ্যে ৩৮টি ভোটের সমর্থন পান তিনি। তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই নজির গড়লেন। সুত্রের খবর, চার বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হলেন প্যাটেল।

এদিন কুয়ালা লামপুরে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের নির্বাচন হয়। এখানে ফিফা কাউন্সিলের জন্য পাঁচ সদস্যকে বেছে নেওয়া হয়। নির্বাচিত সদস্যরা ২০১৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত এই সদস্য থাকবে। এএফসি (এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন) সিনিয়র -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

-ঃ সন্ধান চাই ঃ-

Ref :- Lembucharra OP GDE No. 700 dt 25/03/2019

পাশের ছবিটি শ্রীমতি রীতা পোদ্দার স্বামী শ্রী স্বপন পোদ্দার সাং লেম্বুছড়া বাজার থানা-লেফুঙ্গা বয়স ২৪ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি গায়ের রঙ কালো পরনের বেগুনি রঙের শাড়ী এবং লাল রঙের ব্লাউজ এবং তাহার ছেলে নাম শ্রী সৌরভ পোদ্দার পিতা স্বপন পোদ্দার সাং লেম্বুছড়া বাজার থানা লেফুঙ্গা পশ্চিম ত্রিপুরা বয়স ৬ বছর পায়ের রঙ কালো পরনের হাফ সার্ট ও হাফ পেন্ট। গত ২২/০৩/২০১৯ ইং তারিখ আনুমানিক বেলা ১২টা সময় নিজ বাড়ী হইতে কাউকে কিছু না বলিয়া ছেলেকে নিয়ে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। অনেক খোঁজা খোঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত মা ও ছেলের সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) লেফুঙ্গা থানা - ০৩৮১-২৮৫-৫২৮৩

ICA/D-025/19-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

CLAIMANT NOTICE

Whereas the vehicle Registration No. **TR-02 3579 (Bajaj Auto Rikshaw)** have been seized by forest officials for carrying illegal teak sawn timber over 39 pieces (0.254 cum) without permission of the authority and without GP/TP, which apparently procured illegally and whereas, under Sub-Section,52 (A) of IFA(Tri. 2nd Amend.) 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in cominission of Forest Office u/s 41 & 42 of IFA 1972 and rules make by the Govt. of Tripura. Now therefore, it is hereby brought to the notice of the legal owner of the said vehicle lo preler his/her claim over the vehicle to the Authorized Officers District Forest Officer. Dhalai) within 25(twenty five days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents regarding lawful ownership of the said seized vehicle. If the owner or his/her authorized representatives failed to do so the decision regarding confiscation of the vehicle along with seized forest produces shall be taken ex-parte.

Issued under my seal & signature this day on 27.03.2019

ICA/D-020/19-20

Sd/
(Authorized Officer)
District Forest Officer
Dhalai District, Ambassa

CMYK

জাগরণ 7 April, 2019, Sunday আগরতলা ৭ এপ্রিল, ২০১৯ ইং, ২৩ চৈত্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভার মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। শনিবার উদয়পুরে তোলা নিজস্ব ছবি।

বাংলাদেশের টেকনাফে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে ৩ রোহিঙ্গা নিহত

মনির হোসেন, ঢাকা, এপ্রিল ০৬।। কক্সবাজারের টেকনাফে গ্রেপ্তার তিনজন রোহিঙ্গা পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন।নিহতরা খুন, ডাকাতিসহ নানা অভিযোগে বেশ কয়েকটি মামলার আসামি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

শনিবার (এপ্রিল ০৬) ভোররাতে হ্নীলা ইউনিয়নের মুছনী রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় এই বন্দুকযুদ্ধ হয় বলে টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাশ জানিয়েছেন।তিনি বলেন,বন্দুকযুদ্ধে পুলিশের ৩ সদস্যও আহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে অস্ত্র ও গুলি।

নিহতরা হলেন হ্নীলা ইউনিয়নের মুছনী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বি-ব্লকের আমির হোসেনের ছেলে নুর আলম (২৩) এবং একই ক্যাম্পের এইচ-ব্লকের মোহাম্মদ ইউনুসের ছেলে মোহাম্মদ জুবায়ের (২০) ও ইমাম হোসেনের ছেলে হামিদ উল্লাহ (২০)।

পুলিশের দাবি, এই শরণার্থীরা রোহিঙ্গা ক্যাম্পকেন্দ্রিক সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সদস্য।আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন এসআই স্বপন, কনস্টেবল মোহাম্মদ মেহেদী ও মং মং।ওসি প্রদীপ বলেন, শুক্রবার রাতে মুছনী ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে নুর আলম, জুবায়ের ও হামিদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের নিয়ে পুলিশের একটি দল ভোর রাতে মুছনী ক্যাম্প সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারে অভিযানে যায়। সেখানে পৌঁছামাত্র তাদের সহযোগীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। তখন পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। এক পর্যায়ে নুর আলম, জুবায়ের ও হামিদ গুলিবিদ্ধ হয়। আহত হয় পুলিশের ৩ সদস্যও।

গুলিবিদ্ধ ৩ রোহিঙ্গাকে টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে তাদের কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা দেখে জানান, তিনজনই মারা গেছেন।

কক্সবাজার সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) শাহীন মো. আব্দুর রহমান চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই পথে ৩ রোহিঙ্গার মৃত্যু হয়েছে। তাদের শরীরে গুলির জখম রয়েছে।ঘটনাস্থলে দেশে তৈরি চারটি বন্দুক ও সাতটি গুলি পাওয়া যায় বলে জানান ওসি।

তিনি বলেন,নিহত ৩ রোহিঙ্গা টেকনাফের ক্যাম্পকেন্দ্রিক গড়ে উঠা সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সদস্য। তারা রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ আশপাশের এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, অপহরণ ও মাদক পাচারসহ নানা অপরাধ সংঘটন করত।তারা তিনজনই টেকনাফ থানার পাঁচটি মামলার আসামি বলে ওসি জানান। তিনি বলেন, এসব মামলায় তারা পলাতক ছিলেন।

মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গারা নিজ দেশে দমন-পীড়নের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা কক্সবাজারে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে রয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিকে কবর দেওয়া হয়েছে ঃ ফখরুল

মনির হোসেন, ঢাকা, এপ্রিল ০৬।। বাংলাদেশের রাজনীতিকে কবর দেওয়া হয়েছে মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এদেশের রাজনীতিকে বি-রাজনীতিকীকরণের জন্য অনেক আগেই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। বর্তমান 'অবৈধ' সরকারের কোনো জনসমর্থন নেই। তারা বন্দুকের নল দিয়ে জোর করে টিকে আছে।

শনিবার (০৬ এপ্রিল) দুপুরে পুরানা পল্টনের মুক্তি ভবনে কল্যাণ পার্টির চতুর্থ জাতীয় কাউন্সিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিকে বি-রাজনীতিকীকরণের ষড়যন্ত্র এক এগারো সরকারের অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। পরে এক এগারোর মতো একটি অবৈধ সরকার পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। সেই সময় আজকের অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, সেই সরকার তাদের আন্দোলনের ফসল। এসব কথা আমরা ভুলে যাইনি।

বিএনপির কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়নি প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, এদেশের মানুষ জানে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা হয়েছে, খালেদা জিয়াকে যে মামলায় সাজা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো মিথ্যা মামলা নাকি, সত্য।তিনি বলেন, এই সরকার চক্রান্তকারীদের সঙ্গে আপোস করে ক্ষমতায় টিকে আছে। আজকে আওয়ামী লীগ জনগণ থেকে সম্পূর্ণ দূরে। জনগণের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে গেছে। শুধুমাত্র বন্দুকের নল দিয়ে জোর করে টিকে আছে। তারা আজকে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণ করায়ত্ব করে টিকে আছে। জোর করে ক্ষমতায় বেশিদিন টিকে থাকা যায় না। বিশ্বের ইতিহাস তাই বলে।

খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসুস্থ উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, তিনি এখন চলতে পারেন না, কিছু খেতে পারেন না। আমরা বারবার দাবি জানিয়েছি তাকে বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য। আমরা মনে করি না, সেখানে (বিএসএমএমইউ) তার সঠিক চিকিৎসা হবে।

কল্যাণ পার্টির নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম-মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, কল্যাণ পার্টির নব-নির্বাচিত মহাসচিব এমএম আমিনুর রহমান, নুরুল আলম ভূইয়া পিন্টু প্রমুখ।

কাউন্সিলে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জেনারেল ইবরাহিম বলেন, আমাকে চতুর্থবারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত করায় দলের সব পর্যায়ের কাউন্সিলরদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে তিনি নতুন মহাসচিব ও যুগ্ম-মহাসচিবের নাম ঘোষণা করে বলেন, আগামী ৯৬ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন বিজেপির বিক্ষুব্ধ সাংসদ অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। বিহারের পটনা সাহিব কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে এবার ভোটে লড়বেন রবিশঙ্কর প্রসাদ। এই কেন্দ্রেই পরপর দু-বার ২০০৯ এবং ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সাংসদ হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা। কিন্তু, সাম্প্রতিককালে তাঁর কংগ্রেসে যোগ দেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা হয়েছে প্রচুর। শনিবার নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি। বিহারের পটনা সাহিব কেন্দ্র থেকেই কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথাও ঘোষণা হয়েছে এদিন।

পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, শনিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসে যোগ দিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল ও মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালার উপস্থিতিতে এদিন কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। জল্পনা চলছিল অনেকদিন ধরেই। সম্প্রতি কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকও করেছিলেন তিনি। তারপরই অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকা শত্রুঘ্ন সিনহা তাঁর কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনে বিহারে আরজেডির সঙ্গে মহাজোট হয়েছে কংগ্রেসের। যার জেরে বিহারের ৪০টি আসনের মধ্যে ১৯টিতে প্রার্থী দিচ্ছে আরজেডি এবং ৯টিতে কংগ্রেস। পটনা সাহিব আসনেও কংগ্রেসই প্রার্থী দিচ্ছে। এই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে শত্রুঘ্ন সিনহার নাম এদিনই ঘোষণা করা হয়েছে। পারিবারিক বন্ধু লালুপ্রসাদ যাদবের পরামর্শ মতোই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলেও আগেই জানিয়েছেন তিনি। কংগ্রেসে যোগদানের পর এদিন শত্রুঘ্ন সিনহা জানিয়েছেন, 'একরাতের মধ্যে আমি এই সিদ্ধান্ত নিইনি। আমি ২৫ বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে থেকেছি। বিজেপিতে যেভাবে একনায়কতন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে তার বিরোধিতা করেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কংগ্রেস-আজমল দেশের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকারক, মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন রাহুল : যোগী

হোজাই (অসম), ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। দেশের সুরক্ষার জন্য কংগ্রেস ও আজমল ক্ষতিকারক। দেশ বিভাজনের জন্য দায়ী মুসলিম লিগের সঙ্গে কংগ্রেস কেরলে হাত মিলিয়েছে। কংগ্রেসের এ-ধরনের কাজ দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। দেশে কংগ্রেস সরকারের আমলে সন্ত্রাসবাদীদের বিরিয়ানি খাওনো হত। কিন্তু বিগত লোকসভা নির্বাচনে দেশবাসী বিজেপিকে জয়ী করে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসানোর পর সন্ত্রাসবাদীরা বন্দুকের গুলি খাচ্ছে। আজ হোজাইয়ের বিহুতলি ময়দানে জেলা সভাপতির পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোটের বিজয় সংকল্প সমারোহ অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্য নাথ প্রধান বক্তা হিসেবে তাঁর ভাষণে এই মন্তব্য করেন।

বিজয় সংকল্প সমারোহ অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী মহেন্দ্র সিং, অসমের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, লামডিং কেন্দ্রের বিধায়ক শিবু মিশ্র, হোজাইয়ের বিধায়ক শিলাদিত্য দেব, বিজেপি প্রার্থী তথা নগাঁও সদর কেন্দ্রের বিধায়ক রূপক শর্মার উপস্থিতিতে এই বিশাল জনসভায় প্রধান বক্তা যোগী আদিত্য নাথ তাঁর ভাষণের শুরুতেই অসমের মহাপুরুষ শংকরদেব, মাধবদেব এবং ভূপেন হাজারিকা-সহ নমস্য ব্যক্তিদের স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। অসম আন্দোলনের বীর শহিদদের প্রতিও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন যোগী।

মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, রাহুল গান্ধী উত্তরপ্রদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে কেরলের একটি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রাহুলের মনোনয়নের জন্য যে মিছিল বের করা হয়েছে সেই মিছিলে একটিও জাতীয় পতাকা, একটিও কংগ্রেসের পতাকা দেখা যায়নি। বরং শুধু মুসলিম লিগের চাঁদ-তারার ছবি-সহ সবুজ পতাকা দেখা গেছে। যে মুসলিম লিগ ভারত বিভাজনের জন্য দায়ী ছিল, যে মুসলিম লিগের জন্য ভারতে লক্ষাধিক নির্দোষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, সেই মুসলিম লিগের সঙ্গে কংগ্রেসের জোটবন্ধন হয়েছে। একই অবস্থা অসমের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। অসমের দুরবস্থার জন্য দায়ী বদর উদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে কংগ্রেস জোট করে দেশের সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরির কাজ করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

কংগ্রেস দেশ তথা জনসাধারণের সুরক্ষা নিয়ে খেলা করছে। কংগ্রেসের এ ধরনের কুৎসিত নীতির উপযুক্ত জবাব দেবার সময় হল নির্বাচন, এই নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে বিজেপিকে জয়ী করে কংগ্রেসকে শিক্ষা দেবার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

তিনি বলেন, যাঁরা দেশের নিরাপত্তাকে অস্থির করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে, রাজ্যের সুরক্ষাকে অস্থির করতে চাইছে, অসমের স্বার্থ বিরোধী কাজ করছে কংগ্রেস তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। অসমে কংগ্রেস এবং আজমলের ভাষা একই। আজমলের সঙ্গে জোট গড়ায় কংগ্রেসকে প্রার্থী খুঁজে হয়রান হতে হচ্ছে। অসমে তরুণ গগৈ মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসেবে থাকার পরও রাজ্যের জন্য, নিজের কেন্দ্রের জন্য উন্নয়ন করতে ব্যর্থ এবং বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী প্রদ্যুত বরদলৈ নগাঁও সংসদীয় কেন্দ্রের জন্য কী কাজ করবেন বলে প্রশ্ন করেন তিনি।

এদিকে মোদী সরকারের পাঁচ বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, কেন্দ্রে পূর্ববর্তী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মিত্র জোট ইউপিএ সরকারের আমলে নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্য পাকিস্তানি সেনা ভারতীয় জওয়ানের মুণ্ড কেটে নিয়ে যাওয়ার পরও কোনও প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হয়নি মনমোহন সরকার। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সবল নেতৃত্বের জন্য উরির ঘটনাই হোক বা পুলওয়ামার ঘটনাই হোক, মোদী সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়ে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীর শিবির ধ্বংস করে দেওয়ায় পাকিস্তান ভয়ে কম্পমান হয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভারত যে কোনও মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে বলে দোহাই দিয়ে পাকিস্তানকে বিপদের সময় সাহায্য করার জন্য আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভারতের পক্ষ নিয়ে পাকিস্তানকেই দোষারোপ করছে। যে সময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানক দোষী করছে সেই সময় কংগ্রেসের নেতারা পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী শিবিরে আক্রমণ করা ঠিক নয় বলে শোরগোল তুলছে বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ।

ডোকলাম বিবাদের সময় চিনের সৈন্যবাহিনীকে প্রথম বারের জন্য পিছিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটা শুধু প্রধানমন্ত্রী মোদীর সবল নেতৃত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আজ মোদীর সবল নেতৃত্বের জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনী নিজেদের ইচ্ছা অন্যায়ী সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছে। ভারতে কংগ্রেস সরকারের আমলে কংগ্রেস সন্ত্রাস বাদীদের -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

নিজের অবর্তমানে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন ছোট ভাই জিএম কাদের ঃ এরশাদের নতুন নির্দেশ

মনির হোসেন, ঢাকা, এপ্রিল ০৬।। নিজের অবর্তমানে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন ছোট ভাই জিএম কাদের।দলে ভাই জি এম কাদেরের যেসব পদ কেড়ে নিয়েছিলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ, তার প্রায় সবই ফেরত দিলেন।দু'দিন আগেই জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যানের পদে ফেরত আনা হয় কাদেরকে।

শনিবার(এপ্রিল ০৬) নিজের অবর্তমানে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের জন্যও তাতে মনোনীন করেন এরশাদ।সিদ্ধান্ত ঘন ঘন পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচিত এরশাদ শনিবার এক সাংগঠনিক নির্দেশে জিএম কাদেরকে উত্তরসূরি ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন,গত ২২ মার্চ তারিখে আমার স্বাক্ষরিত একটি সাংগঠিক নির্দেশ জারি করেছিলাম, যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল। উক্ত সাংগঠনিক নির্দেশ অত্র সাংগঠনিক নির্দেশ দ্বারা বাতিল ঘোষণা করছি।আমি আবারো জাতীয় পার্টির সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার অবর্তমানে বা চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিদেশে থাকাকালীন সময়ে পার্টির বর্তমান কো চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। অত্র সাংগঠনিক নির্দেশ দ্বারা পুনর্বহাল করলাম।

এরশাদ বলেন,আমার অবর্তমানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিদেশে থাকাকালীন সময়ে পার্টির

কো চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এরশাদ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি ভাই জি এম কাদেরকে দলের ভবিষ্যৎ চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা দেন।

১ জানুয়ারি দল প্রধানের সে সিদ্ধান্তে নাখোশ ছিলেন দলের অনেক জ্যেষ্ঠ নেতা। দলের এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় দলের জ্যেষ্ঠ কো চেয়ারম্যান রওশন এরশাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কথা নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন জি এম কাদের।

দলের সভাপতিমণ্ডলীর একাধিক সদস্য এসময় জি এম কাদেরকে হটাতে চেষ্টা করেছিলেন বলে জানান দলের ক'জন জ্যেষ্ঠ সদস্য।পরে গত ২২ মার্চ সাংগঠনিক কার্যক্রমে ব্যর্থতা ও দলে বিভেদ তৈরির অভিযোগে জি এম কাদেরকে গত ২২ এপ্রিল দলের কো চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেন এরশাদ। তাকে সাংগঠনিক সব কার্যক্রম থেকেও বিরত করেন তিনি কেড়ে নেওয়া হয় দলের উপনেতার পদ। তবে বহাল থাকে সভাপতিমণ্ডলীর পদ।

ভাইকে সরিয়ে স্ত্রী রওশন এরশাদকে জাতীয় সংসদে দলের উপনেতা করেন এরশাদ।এরশাদের এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন রংপুর বিভাগের নেতারা। দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফার নেতৃত্বে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, জি এম কাদেরকে পুনর্বহাল না করলে তারা একযোগে পদত্যাগ করবেন।

মোস্তাক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, গত ৩ এপ্রিল তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে এরশাদ জি এম কাদেরকে আবারও স্বপদে বহালের সিদ্ধান্ত নেন এরশাদ।পুরনো দ্বন্দ্ব নিরসনের আভাস দিয়েছেন রওশন এরশাদও। ক'দিন আগে দলের যুব সংগঠন জাতীয় যুব সংহতির এক অনুষ্ঠানে রওশন এরশাদ ও জি এম কাদেরকে দেখা গেছে একমঞ্চে। দলকে ক্ষমতায় নিতে একযোগে কাজ করার ঘোষণা দিয়ে রওশন এরশাদ বলেছেন, তাদের দলে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিভেদ নেই।এরশাদের এই সিদ্ধান্ত বদলের বিষয়ে মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

শনিবার পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবিতে শান্তিরবাজারে জাতীয় সড়ক অবরোধ। নিজস্ব ছবি।

চড়িলামে নির্বাচনী জনসভায় বিজেপি প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিক ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। নিজস্ব ছবি।

খালেদা জিয়া সুনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে প্যারোলে মুক্তির আবেদন করলে ভেবে দেখবো ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মনির হোসেন, ঢাকা, এপ্রিল ০৬।। কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেছেন, দুর্নীতির মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত খালেদা জিয়া যদি সুনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে প্যারোলে মুক্তির আবেদন করেন, তাহলে বিষয়টি আমরা ভেবে দেখবো।

তিনি আরও বলেছেন, প্যারোলে মুক্তি পেতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে আবেদন করতে হবে। যদি তিনি (খালেদা) আবেদন করেন তাহলে মুক্তি পেতে পারেন। তার প্যারোলে মুক্তির জন্য কোনো আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনো পায়নি।

শনিবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরাবাদ নৌ-থানার নতুন ভবন উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন।

নৌ-থানা উদ্বোধন শেষে জেলা পুলিশ আয়োজিত দেওয়ানগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মাদক, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল।মন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়নের মূল বাধা হচ্ছে,মাদক, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস। এসব দমনে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে অনেক দিন আগে থেকেই এগোচ্ছে।

পুলিশকে উদ্দেশ্য করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। পুলিশের কোনো সদস্য যদি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন, তখন গোটা বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। তাই পুলিশের কোনো সদস্য যদি দুর্নীতিতে জড়ান, তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবার জন্য আইন সমান। দুর্নীতি করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন, জামালপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ফরিদুল হক দুলাল, জামালপুর-৫ আসনের সংসদ সদস্য প্রকৌশলী মোফাজ্জর হোসেন, ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি নিবাস চন্দ্র মাঝি, অতিরিক্ত আইজিপি মোখলেসুর রহমান, নৌ-পুলিশের ডিআইজি শেখ মোহাম্মদ মারুফ হাসান, জেলা প্রশাসক আহমদ কবীর, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট বাকী বিল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।